হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৫৭৯০/২০২০

সংগে

ফৌজদারী আপীল নং ৫৮২৮/২০২০

মোঃ কামরুজ্জামান সরকার

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------প্রতিপক্ষদ্বয়

(ফৌজদারী আপীল নং- ৫৭৯০/২০২০)

মোঃ আঃ রহিম

------ সাজাপ্রাপ্ত আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

-------- প্রতিপক্ষদ্বয়

(ফৌজদারী আপীল নং- ৫৮২৮/২০২০)

এ্যাডভোকেট সালেহা ইসলাম

---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

(ফৌজদারী আপীল নং- ৫৭৯০/২০২০)

সিনিয়র এ্যাডভোকেট এস, এম, শাহজাহান সংগে

এ্যাডভোকেট এম, জি, মাহমুদ শাহীন

-------সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

(ফৌজদারী আপীল নং- ৫৮২৮/২০২০)

এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফারহান

----------দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে

(ফৌজদারী আপীল নং- ৫৭৯০/২০২০ ও ৫৮২৮/২০২০)

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

(ফৌজদারী আপীল নং- ৫৭৯০/২০২০ ও ৫৮২৮/২০২০)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

শুনানী তারিখঃ ০৭.১২.২০২২ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৪.১২.২০২২।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

ফৌজদারী আপীল নং- ৫৭৯০/২০২০ এবং ফৌজদারী আপীল নং- ৫৮২৮/২০২০ একই রায় ও দন্ডাদেশ থেকে উদ্ভুত বিধায় অত্র আপীলদ্বয় একক রায়ে নিষ্পত্তি করা হলো।

জনাব শেখ নাজমুল আলম, বিজ্ঞ বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ) বিশেষ জজ আদালত নং- ৪, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং- ২৩/০৯ (দক্ষিণখান থানার মামলা নং- ১৩, তারিখ ১৫.০৬.২০০৭, এ,সি,সি, জি. আর. মামলা নং- ৫৪/২০০৭ ধারা- ১৬১ দন্ডবিধি এবং ধারা ৫(২) দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ হতে উদ্ভুত)-এ অত্র আপীলকারী মোঃ কামরুজ্জামান সরকার ও মোঃ আঃ রহিমদ্বয়কে দন্ডবিধির ১৬১ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে উভয়কে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় ০৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৩ (তিন) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করার বিগত ইংরেজী ১১.১০.২০২০ রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীলদ্বয়।

অত্র মোকদ্দমাদ্বয় নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

ঢাকা জেলার দক্ষিণখানস্থ নিপ্পন সোয়েটার্স এর মালিক ডি এম আসাদুজ্জামান আওলাদ তার প্রতিষ্ঠানে গ্যাস মিটার সংযোগের আবেদন করলে তিতাস গ্যাসের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোঃ কামরুজ্জামান সরকার ও টেকনিশিয়ান আঃ রহিম ১৫,০০০/-টাকা ঘুষ দাবী করে। ব্যবসার ক্ষতি বিবেচনা করে তিনি টাকা দিতে রাজী হন। অতঃপর বিগত ইংরেজী ১০.০৬.০৭ তারিখ বেলা ৪.০০ টার দিকে আসামী কামরুজ্জামান ২,০০০/-টাকা এবং বিগত ইংরেজী ১৩.০৬.২০০৭ তারিখ বেলা ৪.৪৫ মিনিটে আসামী আঃ রহিম ৭,০০০/-টাকা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহকারী হিসাব রক্ষক মোহাম্মদ আলীর নিকট থেকে গ্রহণ করেন। বক্রী টাকা মিটার সংযোগের দিন তথা বিগত ইংরেজী ১৪.০৬.২০০৭ তারিখে দেওয়ার কথা হয়। বিষয়টি র‍্যাব-১ এ জানানো হয়। বিগত ইংরেজী ১৪.০৬.২০০৭ তারিখ বেলা ৩.০০ টায় আসামীদ্বয় ফ্যাক্টরীর পাশে গ্যাস মিটার সংযোগ কাজ শুরু করলে র‍্যাবের কর্মকর্তা ফ্লাইটঃ লেঃ মোল্লা তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে র‍্যাবের লোকজন সাদা পোষাকে আশেপাশে অবস্থান নেয়। মিটার সংযোগের কাজ শেষে আসামী আঃ রহিম ঘুষের বাকী ৬,০০০/-টাকা দাবী করলে জনাব আওলাদ সাহেব ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার জনাব মকবুল সাহেবের কাছ থেকে টাকা নিতে বলেন। অতঃপর জনাব মকবুল নিপ্পন সোয়েটার্স এর সাদা খামে ৫০০/-টাকার ১০ টি নোট অর্থাৎ ৫,০০০/-টাকা আঃ রহিমকে প্রদান করলে সে উক্ত টাকা খাম থেকে বের করে গুনতে গেলে আশেপাশে ওৎপেতে থাকা র‍্যাবের লোকজন তাকে ও তার সহযোগী আসামী কামরুজ্জামানকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। অতঃপর আসামীদ্বয়কে দক্ষিণখান থানায় সোপর্দ করে দন্ড বিধির ১৬১ ধারা ও ১৯৪৭ সনের

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আইনের ৫(২) ধারায় অত্র মামলা রুজু করা হয়। দক্ষিণখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক জনাব ফজলুর রহমান এই মামলাটি রেকর্ড করেন। দক্ষিণখান থানার এস,আই হারুন অর রশিদ প্রথমে মামলার তদন্ত শুরু করে। পরবর্তীতে দক্ষিণখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ A পরিদর্শক আকতার হোসেন তদন্ত করেন। অতঃপর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা এর স্মারক নং- অপরাধ /১২-০৭/বিবিধ-৪/৮১৪৮ তাং ১৯/৬/০৭ ইং মূলে মামলাটি তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের স্মারক নং-সি/১৫১/২০০৮ (অনুঃ ও তদন্ত-১)/ঢাকা/৯৩০৩, তাং ১৬/৬/০৮ ইং মূলে মামলাটির তদন্তভার মোঃ জাহিদ হোসেন এর উপর দেওয়া হলে বিগত ইংরেজী ১৭/৬/০৮ তারিখে তিনি এই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে। তদন্তকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সাক্ষীদের বক্তব্য ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তিনি ঘটনার সাথে আসামীদের সংশ্লিষ্টতার বিষয় নিশ্চিত হওয়ায় আসামী (১) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান সরকার, পিতা-মৃত আঃ মান্নান সরকার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্তকৃত), তিতাস গ্যাস অফিস, ডেমরা, ঢাকা। গ্রাম-তুলাতুলী, থানা-দাউদকান্দি, জেলা-কুমিল্লা ও (২) জনাব মোঃ আঃ রহিম, পিতা মৃত-আব্দুল ওয়াহেদ, টেকনিশিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), তিতাস গ্যাস অফিসে, ডেমরা, ঢাকা। গ্রাম-বিদ্যা বাগিস, থানা-কালকিনি, জেলা-মাদারীপুরদের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ১৬১ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন । অভিযোগ পত্র দাখিল এর পর মোকদ্দমাটি বিজ্ঞ মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ বিচারক ঢাকা অদালতে বিচারের জন্য প্রেরন করা হলে বিজ্ঞ অদালত অসামীদের বির‍ুদ্ধে দন্ডবিধির ১৬১ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ অইনের ৫(২) ধারায় বিচারের জন্য মোকদ্দমাটি আমলে নেন। পরবর্তীতে মামলাটি বদলী হয়ে বিশেষ আদালত, ঢাকায় স্থানান্ড়র হলে বিজ্ঞ আদলত আসামীদের বির‍ুদ্ধে বিগত ইংরেজী ১৭.০৯.২০০৯ তারিখের আদেশ মূলে দন্ডবিধির ১৬১ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ অইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। যার বির‍ুদ্ধে আসামী মোঃ কামর‍ুজ্জামান সরকার ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা নং- ৩৩৯৫৭/২০১১ দাখিল করলে হাইকোর্ট বিভাগ র‍ুল ও স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। উক্ত স্থগিতাদেশের বির‍ুদ্ধে দূর্নীতি দমন কমিশন মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এর আপীল বিভাগে ফৌজদারী পিটিশন ফর লিভ টু অপীল নং- ৫২৪/২০১৪ দায়ের করলে মহামান্য আপীল বিভাগ বিচারিক আদালতের মামলা চলতে কোন বাধা নাই মর্মে সিদ্ধান্ড় প্রদান করতঃ লিভ টু আপীল মামলা নিস্পত্তি করলে বিচারিক অদালত মামলাটি শুনানী শুর‍ু করেন। রাষ্ট্রপক্ষ মামলা প্রমাণের জন্য ৮ জন সাক্ষীর মধ্যে ৭ জন সাক্ষী উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, আসামীপক্ষ ২ জন সাফাই সাক্ষী প্রদান করেন। শেখ নাজমুল আলম বিজ্ঞ বিশেষ জজ, (জেলা ও দায়রা জজ) বিশেষ জজ আদালত নং-

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৪, ঢাকা বিশেষ মামলা নং ২৩/২০০৯ (দক্ষিণখান থানার মামলা নং ১৩(৬)০৭ তারিখ ১৫.০৬.২০০৭, জি,আর নং ১৬৭/০৭ হতে উদ্ভুত) শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১১.১০.২০২০ তারিখের রায় ও আদেশ মূলে মোঃ কামরুল সরকার এবং (২) মোঃ আঃ রহিম এর বিরুদ্ধে ধারা ১৬১ দন্ডবিধি এবং ধারা ৫(২) দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত পেয়ে তাদেরকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে প্রত্যেককে ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২৫,০০০/-(পচিশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩(তিন) মাসের কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে দন্ডপ্রাপ্ত-আপীলকারীদ্বয় মোঃ কামরুজ্জামান সরকার এবং মোঃ আঃ রহিম ফৌজদারী কার্যবিধির ১০ ধারায় অত্র ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমাদ্বয় দায়ের করলে আপীলদ্বয় শুনানীর জন্য গৃহীত হয়। আপীলকারী মোঃ কামরুজ্জামান সরকার এর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সালেহা ইসলাম বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন এবং আপীলকারী মোঃ আঃ রহিম এর পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট এস, এম, শাহজাহান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ২নং প্রতিপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফারহান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী আপীল মেমো এবং অধস্তন আদালতের নথী পর্যালোচনা করলাম। আসামী-আপীলকারীদ্বয় পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সালেহা ইসলাম ও বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট এস, এম, শাহজাহান এবং ২নং প্রতিপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফারহান ত্রয়ের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অত্র মোকদ্দমার প্রাথমিক তথ্য বিবরণী নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** ***প্রাথমিক তথ্য বিবরণী।*** *(নিয়ন্ত্রণ নং-২৪৩)* *থানায় পেশকৃত ফৌজদারী বিধান কোষের ১৫৪ নং ধারায় ধর্তব্য অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য ।* *উপজেলা-দক্ষিনখান জেলা-ডিএমপি, ঢাকা ।* *নং- ১৩/১৬৭, ঘটনার তারিখ ও সময় ইং ১৩/৬/০৭ তারিখ বিকাল অনুঃ ১৩.৪৫ তাং ১৪/৬/০৭ তারিখ ১৭.৪৫ ঘটিকা* ***পেশ করার তারিখ ও সময়ঃ*** *১৫/০৬/০৭, ১৬:৪৫* ***ঘটনার স্থান, থানা হইতে দূরত্ব ও দিক এবং দায়িত্বাধীন এলাকা নং-*** *ঘটনাস্থলঃ- দক্ষিনখান থানাধীন চেয়ারম্যান মার্কেট এর নিপ্পন সুয়েটার্স নামক গার্মেন্টস নিকটে মেসার্স মহিউদ্দিন এন্ড সন্স চাউলের দোকানের সামনে, মাস্টার পাড়া দক্ষিনখান, বাজার থানা হইতে অনুমান ১/২ কিঃ মিঃ পশ্চিম দিকে।*

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

জে.এল নং ১৯৪ দক্ষিনখান ইউপি

থানা হইতে প্রেরণের তারিখঃ-১৬/৬/০৭

সংবাদদাতা এবং অভিযোগকারীর নাম ও বাসস্থান/ঠিকানাঃ-

ডি এম আসাদুজ্জামান আওলাদ পিং আলহাজ্ব ওয়াহেদ আলী দেওয়ান সাং পাঁচগাও থানা-টঙ্গীবাড়ী জেলা-মুন্সিগঞ্জ এ/পি ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিপ্পন সুয়েটার্স লিঃ দক্ষিন খান চেয়ারম্যান মার্কেট দক্ষিণখান ঢাকা।

আসামীর নাম ও বাসস্থান/ঠিকানা :-

১। মোঃ আঃ রহিম (৪৮) পিতা মৃত আব্দুল ওয়াহেদ মোলণ্ঢা, সাং-বিদ্যাবাগিচা, থানা-কালকিনি জেলা-মাদারীপুর এ/পি টেকনিশিয়ান তিতাস গ্যাস অফিস, ডেমরা ঢাকা।

২। মোঃ কামরুজ্জামান সরকার (৩২) পিতা মৃতঃ আঃ মান্নান সরকার, সাং তুলাতলা, থানা- দাউদকান্দি, জেলা-কুমিলণ্ঢা। এ/পি- উপসহকারী প্রকৌশলী তিতাস গ্যাস অফিস ডেমরা ঢাকা ।

ধারাসহ অপরাধ এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

ধারা-১৬১ দঃ বিঃ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) সরকারী কর্মচারী হইয়া ঘুষ গ্রহন এবং অপরাধ মুলক সমদাচরন এর অপরাধ।

তদন্ড় চালনার কর্ম তৎপরতা এবং বিলম্বে তথ্য রেকর্ড করার কৈফিয়ত।

মামলার ফলাফল।

বাদীর লিখিত টাইপকরা অভিযোগ থানায় প্রাপ্ত হইয়া এজাহারের সকল কলাম পুরন করিয়া অত্র মামলা রুজু করা হইল।

খতিয়ানে নোট করা হইল বিলম্বের কারণ এজাহারে উলেণ্টখ আছে। মামলাটি এস.আই মোঃ হারুন অর রশিদ তদন্ড় করিবেন।

বাদীর লিখিত টাইপ করা অভিযোগ মূল এজাহার হিসাবে জব্দ করিয়া অত্র সাথ প্রস্তুত করা হইল।

স্বা/- মোঃ ফজলুর রহমান বিপিএম, পিপিএম পুলিশ পরিদর্শক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দক্ষিণখান থানা ডি.এম.পি, ঢাকা। ১৫.০৬.০৭	*স্বা/- মোঃ ফজলুর রহমান বিপিএম, পিপিএম পুলিশ পরিদর্শক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দক্ষিণখান থানা ডি.এম.পি, ঢাকা। ১৫.০৬.০৭*

বরাবর,
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
দক্ষিণখান থানা
ডিএমপি, ঢাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিষয় :- এজাহার প্রসঙ্গে। *জনাব,* *সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি ডিএম আসাদুজ্জামান আওলাদ, পিং- আলহাজ্ব ওয়াহেদ আলী দেওয়ান, সাং-পাঁচগাও, থানা-টঙ্গী বাড়ি, জেলা-মুন্সিগঞ্জ। বর্তমানে- ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিপ্পন সোয়েটার্স লিঃ, দক্ষিণখান চেয়ারম্যান মার্কেট, দক্ষিণখান, ঢাকা। গ্রেফতারকৃত আসামী ১। মোঃ আঃ রহিম (৪৮), পিতা-মৃত আব্দুল ওয়াহেদ মোলণ্ঢা, সাং-বিদ্যাবাগিশ, থানা-কালকিনি, জেলা-মাদারীপুর। বর্তমান-ট্যেকনিশিয়ান তিতাস গ্যাস অফিস, ডেমরা, ঢাকা। ২। মোঃ কামর"জ্জামান সরকার (৩২), পিং-মৃত আঃ মান্নান সরকার, সাং-তুলাতলী, থানা-দাউদকান্দি, জেলা-কুমিলণ্ঢা। বর্তমানে উপ সহকারী প্রকৌশলী, তিতাস গ্যাস অফিস, ডেমরা, ঢাকা ও উদ্ধারকৃত ৫০০০.০০ টাকা কোম্পানীর সাদা খামসহ আসামীদের দুইটি পরিচয় পত্র, ০১টি সাইট প্রতিবেদন বই, ০৭টি ফাইল কভার (০৬টি গোলাপী এবং ০১টি আকাশী রংয়ের), যাহার উপরে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর লেখা বিভিন্ন কাস্টমারদের ফাইল ও ০১টি কালো সাইড ব্যাগ সহ র‌্যাবের সহায়তায় থানায় হাজির হইয়া এই মর্মে এজাহার দায়ের করিতেছি যে, আমার নিপ্পন সোয়েটার্স লিঃ, দক্ষিণখান চেয়ারম্যান মার্কেট, দক্ষিণখান, ঢাকার গ্যাস লাইন মিটার সংযোগ দেয়ার জন্য আসামীদ্বয় ১৫০০০.০০ টাকা ঘুষ দাবী করে। আমি আসামী দ্বয়ের দাবীকৃত মুখের টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে আসামীদ্বয় দাবীকৃত ঘুষের টাকা না দিলে ফ্যাক্টরীর গ্যাস লাইন মিটার সংযোগ দেয়া হবে না বলিয়া জানায় এবং গ্যাস সংযোগ ও মিটার স্থাপনে তারা ব্যক্তিগতভাবে ১৫০০০.০০ টাকা ঘুষ দাবী করে, যা দিতে আমি অসম্মত হই। গ্যাস বন্ধ থাকায় আমার ব্যবসার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। আমার এই ব্যবসায়ীকে ক্ষতিকে পুঁজি করে তিতাস গ্যাসের কর্মচারী আসামী মোঃ কামর"জ্জামান সরকার গত ইং ১০-০৬-০৭ ইং তারিখে ১৬.০০ ঘটিকার সময় ২০০০.০০ টাকা এবং আসামী আঃ রহিম গত ইং ১৩/০৬/০৭ ইং তারিখ বিকাল অনুমান ১৬.৪৫ ঘটিকার সময় ৭০০০.০০ টাকা ফ্যাক্টরীর সহকারী হিসাবরক্ষক মোহাম্মদ আলীর নিকট হইতে নিয়ে যায়। আসামীদ্বয় ব্যক্তিগতভাবে টাকা গ্রহণ করে আমাকে গ্যাস মিটার সংযোগ দিতে সম্মত হয়। তখন আসামীদ্বয় জানায় যে, বাকি ৬০০০.০০ টাকা গ্যাস ও লাইন মিটার সংযোগ দেয়ার পর পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়া চাপ সৃষ্টি করে। তখন উপায়ন্ড়র না দেখিয়া আসামীদ্বয়ের চাপের মুখে গ্যাস লাইন মিটার সংযোগের পরে টাকা দেয়ার কথা স্বীকার করি। পরবর্তীতে তিতাস গ্যাস অফিসে যোগাযোগ করিলে আসামী আঃ রহিম ও মোঃ কামর"জ্জামান সরকার জানায় যে, ইং ১৪/৬/০৭ তারিখে গ্যাস ও লাইন মিটার সংযোগ দেয়া হইবে। বিষয়টি*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিস্তারিত র‌্যাব-১, উত্তরা, ঢাকা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করি। পূর্বে দেওয়া তারিখ মোতাবেক আসামীদ্বয় ইং ১৪/৬/০৭ তারিখ ১৫.০০ ঘটিকার সময় ফ্যাক্টরীতে আসিয়া গ্যাস লাইন মিটার সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু করে। তখন র‌্যাব সদস্যগন ফ্লাইট লেঃ মোল্লা মোহাম্মদ তহিদুল হাসানের নেতৃত্বে ফ্যাক্টরীর আশেপাশে সাদা পোষাকে অবস্থান করতে থাকে। গ্যাস ও লাইন মিটার সংযোগ শেষে আসামী আঃ রহিম ঘুষের বাকি ৬০০০.০০ টাকা দাবী করিলে আমি বলি যে, টাকা জেনারেল ম্যানেজার মকবুল সাহেবের নিকট দেয়া আছে। আসামী আঃ রহিম জেনারেল ম্যানেজার মকবুল সাহেবের নিকট টাকা চাহিলে মকবুল সাহেব নিপ্পন সোয়েটার্স কোম্পানীর সাদা খামে ৫০০০.০০ টাকা (৫০০ টাকার ১০টি নোট) প্রদান করে। আসামী আঃ রহিম ঘুষের ৫০০০.০০ টাকা পুনরায় খাম হইতে বাহির করিয়া গননা করার সময় তাহার অপর সহযোগী আসামী কামরুজ্জামান সরকার ও ঘুষের ৫০০০.০০ টাকা সহ হাতে নাতে ইং ১৪/০৬/০৭ ইং তারিখে দক্ষিণখান থানাধীন মেসার্স মহিউদ্দিন এন্ড সন্স চাউলের দোকানের সামনে, মাস্টার প্লাজা, দক্ষিণখান বাজার (মাজার রোড) দক্ষিণখান ঢাকার নিকট ১৭.৪৫ ঘটিকার সময় র‌্যাব সদস্যগন ধৃত করে। জিজ্ঞাসাবাদে আসামীদ্বয় অদ্য ঘুষ বাবদ নিপ্পন সোয়েটার্স লিঃ হইতে ৫০০০.০০ টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে এবং ইতিপূর্বে তাহারা ১০০০.০০ টাকা নেওয়ার কথাও স্বীকার করে। র‌্যাব সদস্যগন উক্ত ঘুষের ৫০০০.০০ টাকা (৫০০ টাকার নোট ১০ টি) যাহার গায়ের নম্বর যথাক্রমে (১) খঠ-৪৫২০৩০৯, (২) প-৬৭০৬২৬০, (৩) খঝ ৯৭৭৫৬২৭, (৪) কঘ ০৯৮৩৮১৫, (৫) খঙ-৮২৪৮১১৩ (৬) ঙ- ১৩৮৮৮১৫, (৭) খক ৫১২১৯১৯, (৮) কক ১৫৫৬৫৩১, (৯) কশ ২৫৯৮৬৮৭, (১০) ল ৮১০৪৪৮৩ যাহা নিয়ন সোয়েটার্স লিঃ কোম্পানীর সাদা খামে, ০১ টি সাইড প্রতিবেদন বই, তিতাস গ্যাস ট্রান্স মিশন এন্ড ডিষ্টিবিউশন কোম্পানী লিঃ লেখা কাস্টমারের ০৭ টি ফাইল কভার যাহার ০৬টির রং গোলাপী এবং ০১টির রং আকাশী, আসামীদের ০২টি পরিচয়পত্র, ০১টি কালো সাইট ব্যাগ, যাহার উপরে ষ্টিলের মনোগ্রামে wolves king LEATHER ® লেখা আছে, যাহা উপস্থিত সাক্ষী ১। মোঃ শফিকুর ইসলাম শফিকুল (৪৩), পিং-মৃত ফজলুল হক দেওয়ান, সাং-বরুয়া (দক্ষিণপাড়া), থানা-খিলক্ষেত, ঢাকা। বর্তমানে দক্ষিণখান বাজার দেওয়ান ষ্টোর, মাজার রোড দক্ষিণখান, ঢাকা। ২। মোঃ মকবুল হোসেন (৫২), পিং-মৃত মহিউদ্দিন আহাম্মেদ, সাং-সৈয়দ নগর, দক্ষিণখান, ঢাকা। বর্তমানে ম্যানেজার নিপ্পন সোয়েটার্স লিঃ, দক্ষিণখান চেয়ারম্যান মার্কেট, দক্ষিণখান, ঢাকা। ৩। কং/৫৮২৮ মোঃ গোলাম ফারুক, র‌্যাব -১, উত্তরা, ঢাকাদের মোকাবেলায় জব্দ তালিকা মোতাবেক জব্দ করিয়া হেফাজতে নেন। পরবর্তীতে আসামী জব্দকৃত ৫০০০.০০ টাকা ও মালামালসহ র‌্যাব ফোর্সের সহায়তায় থানায় হাজির হইয়া অত্র

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এজাহার দাখিল করিলাম। আসামীদ্বয় পরস্পর যোগসাজসে চাপ সৃষ্টি করিয়া ঘুষ গ্রহণ করিয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে। *অতএব, প্রার্থনা যে আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনে মর্জি হয়। প্রকাশ থাকে যে ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করিয়া এজাহার লিখিয়া থানায় দাখিল করিতে কিছুটা বিলম্ব হইল।* *বিনীত* *তারিখঃ- ১৫ জুন ২০০৭* *স্বা/- ডি, এম, অসাদুজ্জামান অওলাদ* **অত্র মোকদ্দমায় প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীগণের সাক্ষ্যসমূহ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** **পি,ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দি।** **মোঃ শফিকুল ইসলাম)** আমার পিতার নাম-মৃত-ফজলুল হক দেওয়ান,মার বাসসহান-বড়ুয়া, পোঃ খিলক্ষেত, উত্তরা, ঢাকা। স্টেশন-খিলক্ষেত।ইহা গত ১৪/৬/২০০৭ ইং তারিখে অনুমান বিকাল ৫.০০-৫.৩০ মিঃময়ের দিকে একটি জব্দ তালিকা আলোচ্য-১, সেখানে ইহা আমার স্বাক্ষর এক্সি-১/১। XXXX আসামী আঃ রহিম পক্ষেঃ আমার দোকানের নাম দেওয়ান ষ্টোর। আমার দোকান মাষ্টার প্লাজার পশ্চিম দিকে ৫/৭ টা দোকানের পর। নিপপন সুইটারস্ মাষ্টার পার্শ্বে। আমার দোকান হতে নিপপন সুইটারস এর গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী দেখা যায় বিল্ডিংটা। বিগত ১৪/৬/০৭ ইং তারিখের পূর্বে নিপপন সুইটারস এর গ্যাস লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিনা জানি না। একজন র‍্যাব অফিসার আমাকে ডেকে নিয়ে যায় ঘটনাস্থলে। ঘটনাস্থলে অনেক পাবলিক ছিল এবং ২জন আসামী ছিল হ্যান্ডক্যাপ পরানো। ঘটনাস্থলের পার্শ্বে পান-সিগারেটের দোকান খোলা ছিল তাতে মহিউদ্দীন এন্ড সন্স নামে দোকানটি খোলা ছিল কিনা মনে নাই। মাষ্টার প্লাজার পার্শ্বে কিছু হোটেল ছিল নাম মনে নাই। তবে মালিকের নাম লোকমান।র‍্যাব অফিসার আমাকে প্রথমে জব্দ তালিকায় সই করতে বলেনি। প্রথমে আসামীর হাতে একটা খাম আমাকে দেখায় তার পর ঐ খাম খুলে আমি দেখি যে, ৫০০ টাকার নোট সেখানে ১০টি আছে। তারপর আমি সই করেছি। ঐ খামের টাকা আসামীকে কে, কি উদ্দেশ্যে দিয়েছিল জানিনা। আমি ঘটনাস্থলে যাহা দেখেছি তাহাই তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বলেছি। সত্য নয় যে, আমি ঘটনা দেখিনি বা র‍্যাব অফিসারের নির্দেশে জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেছি। সত্য নয় যে,

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম র‌্যাব কর্মকর্তার ভয়ে।

পি,ডব্লিউ-২ এর জবানবন্দি।

মোঃ আঃ ওহাব্ সরকার।

আমি এস, আই হিসাবে এস পি,বি, এন-২ -তে কর্মরত আছি। গত ১৪/৬/২০০৭ ইং তারিখে র‌্যাব-১ উত্তরায় কর্মরত ছিলাম একই পদে। এম,সি,সি নং-১৮৭৯ এবং ১৪/৬/০৭ মোতাবেক উত্তরায় ডিউটি করছিলাম। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণখান থানাধীন মাষ্টার প্লাজার সামনে সইটার ফ্যাক্টরী নাম-নিককন সইটার সেখানে যাই। ফ্যাক্টরীর গ্যাস সংযোগ দেওয়ার জন্য ২ জন লোক একনজ]আঃ রহিম, অপর জন কামরুজ্জামান তারা তিতাস গ্যাস এর কর্মচারী বা কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে টাকা দাবী করে। ঐ দুইজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে হাতে নাতে ধৃত করেছি। আসামী আঃ রহিমের কাছে ৫০০০/= টাকা পাই খামের মধ্যে। তাহাদের কাছে একটি ব্যাগ পাওয়া যায় কালো রং এর। একটি সাইট প্রতিবেদন বই পাওয়া যায় ঐ ব্যাগে। সাতটি ডিস্ট্রিবিউশন বই পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রাহকের। দুইটি আইডেন্টি কার্ড পাওয়া যায়। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে একটা ইনডেনটরী তৈরী করা হয়। উদ্ধারকৃত টাকার মধ্যে ৫০০/-টাকা দশটি নোট নং-খব-৪৫২০৩০৯, প-৬৭০৬২৬০, খ □া-৯৭৭৫৬২৭, ক খ-০৯৮৩৮১৫, খঞ ৮২৪৮১১৩, ও-১৩৮৮৮১৫, খ ক-৫১২১৯১৯, ক ক-১৫৫৬৫৩১ ক শ ২৫১৮৬৮৭, ল-৮১০৪৪৮৩, সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করি ও আমি নিজে স্বাক্ষর দেই সেই সিজার লিষ্টে। ইহা সেই সিজার লিষ্ট যাহা ইতমধ্যে এক্সি-১ হিসাবে প্রমান চিহ্নিত হইয়াছে সেখানে ইহা আমার স্বাক্ষর এক্সি-১/২। ইহা সেই কালো হাত ব্যাগ যাহার গায়ে টিনের ষ্টিকারে Wolves Ving Leather ঢালাই কৃত লিখা আছে। বস্তু প্রদর্শনী-1, ইহা ৫০০/-টাকার দশটি নোটি নং উপরে উল্লিখিত হইয়াছে বস্তু প্রদর্শনী-||সিরিজ, ইহা দুইটি পরিচয় পত্র, একটিতে মোঃ কামরুজ্জামান সরকার,ড নং-০০৯৮৭, অপরটি মোঃ আবদুর রহিম, (২) কোড নং-০৭৫৭১ -বস্তু প্রদর্শনী-III সিরিজ। ইহা সাতটি ফাইল যথা-

(১) মেসার্স নিপ্পন সোয়েটার্স লিঃ

(২) মেসার্স হোটেল আরা (আবাসিক),

(3) M/S Nipa Fashion Wear Ind.

(৪) মেসার্স অ্যাপ্যায়ন রেষ্টুরেন্ট,

(৫) মেসার্স গার্মেক্স লিঃ

(৬) তৃপ্তি হোটেল এন্ড রেষ্টুঃ

(৭) মেসার্স ল্যান্ডমার্ক সোয়েটার্স লিঃ,

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যাহা আলোচ্য IV সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। ইহা তিতাস গ্যাস, ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ এর সাইট প্রতিবেদন সহি বস্তু প্রদর্শনী- V হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। ইহা আমার বক্তব্য। XXX আসামী কামরুজ্জামান পক্ষে জেরা তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দী দিয়েছি। সত্য নয় যে, জবানবন্দীতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমি গিয়েছিলেম তাহা বলিনি। সত্য নয় যে, ২জন আসামীকে তল্লাসী করেছি তাহা জবানবন্দিতে বলি নাই। যা আসামীদ্বয় তিতাস গ্যাস কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সত্য নয় যে, আসামী কামরুজ্জামান আমাকে জানাইয়াছিল যে, নিপ্পন সোয়েটার্স লিঃ এর গ্যাস কানেকশন ০৭/৬/০৩ ইং তারিখে দেয়া হয় এবং মিটার কারচুপির কারনে তাহাদের মিটার সংযোগ ৩০/৭/০৬ ইং তারিখে বিচ্ছিন্ন করা হয় । সত্য নয় যে, আসামী আমাকে জানায় যে, জরিমানা দিয়ে ঐ গ্যাস সংযোগ পুনঃ স্থাপন করা হয়। সত্য নয় যে, আসামী আমাকে জানাইয়াছে যে, মিটার স্থাপনের কাঠামোর স্থানটি উঁচু ও প্রশস্থ করতে হবে। সত্য নয় যে, নিপ্পন সোয়েটার কর্তৃপক্ষ অসৎ উদ্দেশ্যে ঐ নির্দেশের বাস্তবায়ন করেনি মর্মে আমাকে জানাইয়াছে। সত্য নয় যে, আসামী আমাকে জানায় যে, ২১টি সীলের মধ্যে ০৮ টি মিল সোয়েটার কোম্পানী টেম্পার করেছে এবং অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করেছে ঐ সোয়েটার কোম্পানী। সত্য নয় যে, আসামী আমাকে জানিয়েছিল যে, তাহারা নিপপন সোয়েটার কোম্পানীর গ্যাস সংযোগ ০১/১/০৭ ইং তারিখ বিচ্ছিন্ন করেছে। যা উল্লিখিত জব্দকৃত ফাইল ও কাগজপত্র আসামীর কাছে দেইনি। জব্দকৃত ফাইলের মধ্যে গ্রাহক সংকেত নং-৩৪২০০ গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা মেসার্স নিপ্পন সোয়েটার্স লিঃ চেয়ারম্যান মার্কেট দক্ষিণ খান উত্তরা ঢাকা লিখা আছে। যা ২৫নং পাতায় ৭নং আইটেমে সীল ভগ্ন এর স্থানে টিক চিহ্ন দেয়া আছে। সত্য নয় যে, অত্র আসামীগন তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালনের জন্য অফিসিয়াল ডিউটিতে সেখানে গিয়েছিল। সত্য নয় যে, আসামীগনের ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিবার অফিসিয়াল দায়িত্ব ছিল। হাঁ জব্দকৃত টাকার কোন পূর্ব ইনভেনটরী আমার কাছে ছিল না। সত্য নয় যে, নিপ্পন কর্তৃপক্ষ তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের কাজের ক্ষেত্রে অবৈধ ভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল ঘটনার দিন। সত্য নয় যে, নিপ্পন সোয়েটার কর্তৃপক্ষের মিথ্যা প্ররোচনায় আমরা আসামীদের ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে আটক করেছিলাম। সত্য নয় যে, আমি অবৈধ প্রভাবিত আসামীদের কাগজপত্র আটক করেছিলাম। সত্য নয় যে, আসামী কামরুজ্জামান ঘটনাস্থলে ঘটনার বিষয়ে কোন প্রকার উৎকোচ গ্রহন বা এই সংক্রান্তে কোন কাজের বিষয়ে জড়িত ছিল না। সত্য নয় যে, কোন কারন ব্যাতিরেকে আসামীকে আটক করা হইয়াছিল।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		XXX আসামী আঃ রহিম পক্ষে জেরাঃ উপরোক্ত জেরা এডপটেড তৎসহ নিজের জেড়া আমরা ঘটনার সময় ফ্লাইট প্যাকটেন্যান্ট তহিরুল ইসলামের নের্তৃত্বে ডিউটি করিতে ছিলাম। ঘটনার সময় আমরা কেহ কেহ সাদা পোষাকে কোটি পরিহিত এবং কেহ কেহ পোমাকে ছিলাম। প্লেন ভেসে আমরা ঘটনার সময় কোন ডিউটি করিনি। মহিউদ্দীন এর সঙ্গ চাউলের দোকানের সামনে নিপ্পন সোয়েটার এর ফ্যাক্টরী। আমরা চাউলের দোকানে যাইনি। ঘটনা স্থলে যেতে হলে মহিউদ্দীন এন্ড সঙ্গ এর সম্মুখে দিয়ে যেতে হয়। ঘটনাস্থলে সোয়েটার ফ্যাক্টরীর তিতাস গ্যাস সংযোগ ঘটনার সময় ছিল কিনা দেখিনি। চাউলের দোকান মহিউদ্দীন সঙ্গ একতলা জব্দ তালিকা তৈরীর পর আসামীদের আমাদের গাড়ীতে উঠিয়েছি এবং তাদের র‍্যাব-৩ এর অফিসে নিয়েগিয়েছি। এবং আমি র‍্যাব এর সি.ও এর কাছে আসামীদের বুঝিয়ে দিয়েছি। তবে সময় মনে নাই।আসামীদের কত তারিখে থানায় প্রেরন করা হয়েছে জানি না। আমি জানি না যে, আসামী দ্বয় তিতাস গ্যাস অফিসের আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য ঘটনাস্থলে গিয়েছিল কিনা। সত্য নয় যে, নিপ্পন সোয়েটার কোম্পানী আসামীদের উপর উপর পূর্বের রাগ এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মিথ্যা তথ্য দিয়ে আমাদের দ্বারা আসামীদের ধৃত করিয়েছিল। সত্য নয় যে, আমি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে ঘুষের টাকা লেনদেনের বিষয়ে আমি কিছু জানি না মর্মে বলেছিলাম। সত্য নয় যে, আসামীর নিকট হতে উল্লিখিত টাকা উদ্ধার হয়নি। সত্য নয় যে, মিথ্যা মামলায় আমাদের ব্যবহার করা হয়েছে। **<u>পিডব্লিউ-৩</u>** <u>মোল্লা মোঃ তৌহিদুল হাসান।</u> আমি উইং কমান্ডার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কমান্ড এক টাক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এর প্রশিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছি। গত ১৪/৬/২০০হ্ম তারিখে র‍্যাব-১ এর সহকারী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন কালে নিপপন সোয়েটার এর ব্যাবসহাপনা পরিচালক জনাব আসাদুজ্জামান আওলাদ আমাকে জানান যে, তিতাস নায়েক এর কর্মচারী ও কর্মকর্তা জনাব আঃ রহিম ও মোঃ কামরুজ্জামান তাদের কোম্পানীর নিকট গ্যাস সংযোগ ও মিটার সহাপনের বিনিময়ে ১৫,০০০/- টাকা ঘুষ দাবী করেছে টাকা আদান প্রদানের কথাছিল সংযোগ সহাপনের পর অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমি সংগীয় ফোর্স সহ ঘটনাসহলের আশে পাশে অবসহান লই,সংযোগ সম্পন্ন হইবার পর ঘুষের টাকা প্রদান কালে আসামী আঃ রহিম।কামরুজ্জামান কে উপসিহত সাক্ষীদের উপসিহতিতে গ্রেফতার করি।ঘটনাসহলে আমার সংগীয় কর্মকর্তা এস আই আঃ ওহাব জব্দ তালিকা প্রস্তত করে। পরবর্তীতে বাদী আসাদুজ্জামান আওলাদ দক্ষিন খান থানায়

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মামলা দায়ের করেন। ইহা আমার বক্তব্য । XXX আসামী কামরুজ্জামান পক্ষে । আমি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করিনি বা এজাহার করিনি এজাহারকারী সংগীয় ফোর্স নয় বা আমার নির্দেশে এজাহার দায়ের হয়নি । আমি দক্ষিণ খান থানায় যাইনি (অসমাপ্ত) । পুনঃ জেরাঃ আসামী কামরুজ্জামানের পক্ষে পুনঃ জেরা। নিপ্পন সোয়েটারের ব্যবসহাপনা পরিচালক আসাদুজ্জামান আওলাদ আমাদের নিকট লিখিত কোন অভিযোগ দেয়নি । আসামীদের কে দেওয়ার জন্য মুখের টাকার কোন তালিকা প্রস্তুত করিনি Operation ঘটনাসহলের নিকট বর্তী দোকান মহিউদ্দীন এন্ড সঙ্গ বা এর পুর্বে) । অন্যকোন দোকানের লোক কে আমি ডেকে এনেছি কি-না ষরন নেই এস আই আব্দুল ওহাব উক্ত টাকার একটা জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন। কিন্তু ঐ জব্দ তালিকায় আমি সাক্ষী নেই। এই মুহুর্তে জব্দকৃত ঘুষের টাকা আদালতে নেই। ঐ জব্দকৃত টাকা বা থাকে আমি নিজে কোন সনাক্ত করন চিহ্ন বা স্বাক্ষর দেইনি আসামীকে আমি নিজে ঘুধের টাকা দেইনি সত্য । জব্দ তালিকায় মহিউদ্দিন নামে কোন ব্যক্তি সাক্ষী নেই সত্য । সত্য যে কামরুজ্জামান তিতাসে কর্মরত ছিলেন এবং জব্দ তালিকা মুলেতার পরিচয়পত্র জব্দ করা হয়। সত্য যে জব্দ তালিকা মুলে তিতাস গ্যাসের বিভিন্ন গ্রাহকের ফাইল জব্দ করা হয়। জব্দকৃত বিভিন্ন গ্রহকের ফাইল আমি পর্যালোচনা করিনি এনের পর দিন সত্য নয় যে, জব্দ তালিকা প্রস্তুতকালে কামরুজ্জামান যে এজাহারকারী আসামী সংযোগ বৈধ ভাবে বলেছিল গ্যাস বিচ্ছিন্ন করার পর তা পুনঃ সংযোগ প্রদানের জন্য যে-ঘটনাসহলে গিয়েছিল। সত্য নয় যে, অভিযোগকারী মিথ্যা তথ্য দিয়ে এই আসামীকে আটক করার ব্যবস্থা করেছে মর্মে আসামী আমাকে জন্ম তালিকা প্রস্তুত করার সময় বলেছিল। সত্য নয় যে, আসামী আমাকে কাগজপত্র দেখার জন্য বলেছিল সত্য যে তার নিকট থেকে সে ঘুষের টাকা উদ্ধার আসামী কামরুজ্জামানের হয়নি। তবে ঘুষের টাকা উদ্ধারের সময় ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। সত্য নয় যে, আসামী কামরুজ্জামান নালিশী ঘুষ লেনদেনের হয়ে সঙ্গে সম্পৃক্ত অযৌক্তিক ভাবে ছিলেন না বা এজাহারকারী দ্বারা প্রভাবিত তাকে আটক করার নির্দেন প্রদান করি সত্য নয় যে, কামরুজ্জামান ঘুষের টাকা চায়নি বা নেয়নি বা আমার নির্দেশে সে নানা ধরনের হয়রানী শিকার হয়। XXX আসামী আব্দুর রহিমের পক্ষে জেরা এজাহারকারী নালিশী বিষয়ে আমাকে Physicall জানায় ঘটনার দিনই আমার অফিসে এসে জানায়। সময় অনুমান বেলা ১/২ টার পরে আমাকে জানায়

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আমি ঐ এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে অভিযোগটি আমার কাছে জানায় এজাহারকারী আসামীর ব্যক্তিগত পরিচিত ছিলেন না সত্য নয় যে,এজাহারকারী Physically আমাকে নালিশী অভিযোগ করেনি।সত্য নয় যে,নালিশী ঘটনা ঘুষে সম্পর্কিত ছিল না বা টাকার নম্বর আমাকে জানায়নি । মাষ্টার প্লাজা একটা বিল্ডিং ১৩ বছর আগের ঘটনা ঐ বিল্ডিং সম্পর্কে বিস্তারিত মরন নেই। ঐ মাষ্টার প্লাজার কোন ব্যক্তি সাক্ষী হিসাবে ঘটনাসহলে উপসিহত ছিল কি-না স্বরন নেই সত্য নয় যে,আমার নির্দেশে নালিশী ঘটনা হলে কোন জব্দ তালিকা প্রস্তুত হয়নি । আসামীদের র‍্যাব কার্যালয়ের নিয়েছিলাম।আমার জানা মতে পরদিন ই মামলা করা হয়।অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আসামীদের র‍্যাব কার্যালয়ে নেই। ঐ দিন মামলা করতে এজাহারকারীকে নিষেধ করিনি। সত্য নয় যে আসামীদের র‍্যাব কার্যালয়ে আটক রাখি বা এজাহারকারী সঙ্গে আলোচনা ও পরমার্শন করে মামলা করার নির্দেশ দেই।নালিশী প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ দিতে যান কি-না তা আমার জানা নেই ।করেনি বা কোন ঘুষ তাকে দেওয়া হয়নি বা তিনি কোন ঘুষ গ্রহন আসামী একাধিক প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ করার পর ঘটনার দিন সর্বশেষ সত্য নয় যে, আসামী এস এ রহিম এজাহারকারীর কাছে কোন ঘুষ দাবী করেননি সত্য নয় যে, এজাহারকারী তার গ্যাস চুরির অভিযোগ ঢাকা যে, এজাহারকারীর মিথ্যা তথ্যের সমর্থনে তার অনুরোধে সাক্ষ্য প্রদান দেওয়ার জন্য মিথ্যা তথ্য দিয়ে এই অভিযোগ দায়ের করেছে সত্য নয় ।(সমাপ্ত) **<u>পি.ডব্লিউ-৪</u>** **মোঃ ফজলুর রহমান** গত ১৫/০৬/২০০৭ তারিখে আমি দক্ষিণখান থানার অফিসার ইন-চার্জ হিসাবে কর্মরত থাকাকালে বাদীর লিখিত অভিযোগ, গ্রেপ্তারকৃত আসামী তিতাস গ্যাসের টেকনিশিয়ান আব্দুর রহিম এবং উপসহকারী পরিচালক কামরুজ্জামান সরকার এবং তাহাদের দখল হইতে উদ্ধারকৃত নগদ-৫০০০/- টাকা ও জব্দ তালিকায় বর্নিত আলামত পাইয়া ১৬.৪৫ ঘটিকায় এফ আই আর ফরমের সকল কলাম পূর্ন করিয়া এই মামলা রেকর্ড করি। উক্ত FIR ফরম এবং উহাতে আমার ২টা স্বাক্ষর এবংপ্রদর্শনী-২ এবং উহাতে স্বাক্ষীর স্বাক্ষর প্রদর্শদনী-২(১) (২) হিসাবে এজাহারে আমার একটি স্বাক্ষর সনাক্ত করিলাম।এজাহার ফরম প্রদর্শনী-৩(১) হিসাবে চিহ্নিত করা গেল। চিহ্নিত করা গেল। উপস্থিত আসামী আঃ রহিম এবং অনুপস্থিত আসামী কামরুজ্জামান সরকার (5404) এর পক্ষে জেরাঃ ঘটনার তারিখ ১৩/০৬/২০০৭ বিকাল অনুমান ১৬.৪৫ ঘটিকা এবং ১৪/০৬/২০০৭ তারিখ বেলা ১৭.৪৫ ঘটিকা। মামলাটি ১৫/০৬/২০০৭ তারিখ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৬.৪৫ ঘটিকায় থানায় উপস্থাপন করা হয়। সত্য যে, ঘটনাস্থল হতে থানার দুরত্ব ও কি.মি. থানা থেকে ঘটনাস্থলে যাওয়ার রাস্তা পাকা। সত্য যে, FIR ফরমে জব্দ তালিকা, আলামত ও আসামীকে প্রাপ্ত হইয়া এজাহার ফরম পুরন করি মর্মে লেখা আছে। এজাহার দায়েরের পূর্বে আসামীরা কোথায় ছিল তা এজাহার ফরমে উল্লেখ নেই সত্য। এজাহারে মামলা দায়ের করা সংক্রান্তে আমার প্রদত্ত নোটে আসামী ও আলামত সহ মামলা দায়ের হয় মর্মে উল্লেখ নেই সত্য। এজাহারে উল্লেখ আছে যে ১৪/০৬/২০০৭ তারিখ ১৭.৪৫ ঘটিকায় আসামী গ্রেপ্তার হয়।
		সত্য নয় যে আসামী দায়িত্বহীনভাবে মামলাটি রেকর্ড করি। সত্য নয় যে, আসামী, জব্দ তালিকা ও আলামত আমি এজাহার দায়েরের
		সময় প্রাপ্ত হইনি। (সমাপ্ত)
		<u>পি.ডব্লিউ-৫</u>
		ডি.এম. আসাদুজ্জামান
		আমি এই মামলার অভিযোগকারী। এই মামলার আসামী মোঃ কামরুজ্জামান এবং মোঃ আব্দুর রহিম। তারা যথাক্রমে তিতাস গ্যাস,অফিস, ঢাকা এর উপসহকারী পরিচালক এবং টেকনিশিয়ান। আমার ফ্যাকরী নিপ্পন সোয়েটার্স লিঃ দক্ষিন খান, চেয়ারম্যান বাড়ী, ঢাকায় অবস্থিত। আসামী আমার অফিসে গ্যাস সংযোগের মিটার লাগিয়ে দেওয়ার জানা আমার কাছে =১৫০০০/ টাকা দাবী করে। ১০/০৬/২০০৭ইং তারিখ বেলা ৪.০০ ঘটিকায় তিতাস গ্যাস কোম্পানীর ডেমরা অফিসে গিয়ে আমি আসামী কামরুজ্জামানকে = ২০০০/- টাকা দেই। এরপর ১৩/০৬/২০০৭ তারিখে আমার অফিসে এসে আসামী আব্দুর রহিম ১.৪৫ ঘটিকায় আমার সহকারী একাউন্টেন্ট এর নিকট হতে=৭০০০/- টাকা নিয়ে যায়। কথা থাকে যে গ্যাস সংযোগ প্রদানের দিন আরো = ৬০০০/- টাকা পরিশোধ করতে হবে। আমি ঘটনা RAB-1 কে অবহিত করি। ১৪/০৬/২০০৭ তারিখ বেলা ৩.০০ ঘটিকায় আসামীদ্বয় গ্যাস মিটার সংযোগ দেওয়ার জন্য আমার ফ্যাকটরী আসেন। র‌্যাবের লোকজন ফ্যাকটরির আশ পাশে পূর্ব হতেই Civil dress এ আশে পাশে অবস্থান নেয়। গ্যাসের মিটার সংযোগ দেওয়ার পর আসামী কামরুজ্জামান ও অঃ রহিম আমার কাছে আসেন। আমি ঐ সংযোগ দেওয়ার স্থানেই অবস্থান করছিলাম। তারা আমার কাছে বাকি = ৬০০০/- টাকা দাবী করেন। তখন আমি বলি যে টাকাটা আমার ম্যানেজার মকবুল হোসেনের কাছে দেওয়া আছে। আমার ম্যানেজার মকবুল হোসেনও ঐ গ্যাস সংযোগ স্থানে ছিল এবং তার কাছে পূর্বেই ১০টি ৫০০ টাকার নোট অর্থাৎ = ৫০০০/- টাকা একটা খামে রক্ষিত অবস্থায় দিয়ে রেখেছিলাম। আসামী কামরুজ্জামান ও আব্দুর রহিম খামটি মকবুল হোসেনের নিকট হতে গ্রহন করে খামে রাখা টাকা গুনতে থাকে। তখন আশপাশে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উৎপেতে থাকা র‍্যাবের লোকজন টাকা সহ আসামীদের হাতে নাতে ধরে। তাদের ধৃত করে আমার গ্যাস মিটারের পাশে অবস্থিত চাউলের দোকান মহিউদ্দীন এন্ড সন্স এর সামনে হতে। আসামীদ্বয়কে টাকা সহ হাতে নাতে ধৃত করে RAB এর লোকজন আমাকে থানায় এজাহার দায়ের করতে বলেন। আমি কম্পিউটার টাইপকৃত এজাহার নিয়ে থানায় যাই এবং থানায় এজাহার দায়ের করি। আমার দাখিলকৃত এজাহার এবং উহাতে আমার স্বাক্ষর সনাক্ত করিলাম। দাখিলী এজাহারে অভিযোগকারীর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৩ (২)হিসাবে চিহ্নিত করা হল। ঘটনাস্থলে ধৃত আসামীদ্বয় কাঠগড়ায় উপস্থিত আছে।
		X X X আসামী কামরুজ্জামান সরকারের পক্ষে জেরাঃ-
		এজাহারটা আমার কথামত টাইপ করা। সত্য নয় যে, আমার হাতে লেখা কাগজপত্র দেখে জবানবন্দী দিয়েছি। তবে হাতে থাকা একটা কাগজ থেকে তারিখ গুলো বলেছি কারন অনেক আগের কথা। সত্য নয় যে আমি হুবহু আমার হাতে লেখা কাগজ থেকে দেখে দেখে জবানবন্দী করেছি।২০০৩ সালে আমি নিপ্পন সোয়েটার্স লিঃ প্রতিষ্ঠা করি। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে নেই। ২০০৩ সালের জুন/জুলাই মাসে আমার প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়। গ্যাস সংযোগ দেওয়ার সঠিক তারিখ স্মরন নেই।সংযোগটি তিতাস গ্যাস কোম্পানী দেয়। এটা একটা সরকারী গ্যাস সংযোগ প্রদানকারী কোম্পানী। গ্যাস সংযোগ পাওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেছিলাম। আমার সযোগটি ছিল বানিজ্যিক। সত্য যে, তিতাসের গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত শর্তগুলো প্রতিপালনে আমি অঙ্গিকারবদ্ধ ছিলাম ।মিটার কারচুপি, মিটার টেম্পারিং সহ আরোপিত শর্তগুলো ভাজ করা হলে তিতাস গ্যাস সংযোগ বিছিন্ন করার ক্ষমতা রাখে। ০৭/০৬/২০০৩ তারিখে সর্ব প্রথম আমার ফ্যাকটরীতে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয় কিনা তা স্মরন নেই। সত্য নয় যে, মিটার টেম্পারিং সহ অনিয়মের কারনে ৩০/০৭/২০০৩ তারিখ তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ আমার ফ্যাকটরীর গ্যাস সংযোগ বিছিন্ন করে দেয়। সত্য নয় যে, উক্ত কারনে আমাকে জরিমানা করা হয় বা জরিমানা পরিশোধ আপোষে সংযোগ প্রদান করে। তবে বৃষ্টিতে মিটারের সিল নষ্ট হয়েছিল । সত্য যে, তিতাস কর্তৃপক্ষ আমাকে মিটার রাখার স্থান উঁচু করা এবং প্রশস্ত করার নির্দেশ প্রদান করেছিল। সত্য নয় যে, ২০/০৩/২০০৭ তারিখ আসামী কামরুজ্জাবান আমার গ্যাস লাইন ইনেসপেকশনে যান বা তিনি ২১টি মিলের মধ্যে ০৮ (আট)টি মিল ক্ষতিগ্রস্থ বা ভাঙ্গা দেখতে পান বা তিনি মিটার কারচুপির অভিযোগে আমার গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্ন করার সুপারিশ করেন। । সত্য নয়। যে, ঐ সুপারিশের প্রেক্ষিতে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ ০৯/০৪/২০০৭ তারিখে আমার গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। পরে বলেন যে= ৩৫০,০০০/- টাকা জরিমানা ও পুনঃ সংযোগ প্রদানের জন্য দরখাস্তকরা হয় কিনা তা

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আমি জানিনা। পুনঃ সংযোগ দেওয়ার জন্য তিতাস গ্যাস, বাড্ডা অফিসে আবেদন করা হয় কিনা আমার জানা নেই। কারন এসংক্রান্তে আমার অফিসের লোকজন দেখা শুনা করে। সত্য নয় যে,বাড্ডা অফিস ডেমরা অফিসকে গ্যাস সংযোগ দিতে বলে। আমার যতটুকু মনে পড়ে বিল বকেয়া পড়ার কারনে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং বিল পরিশোধ করার পর সংযোগ দেওয়া হয়। কামরুজ্জামান উর্ধ্বতন পুনঃ সংযোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয় জানিনা। সত্য নয় যে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ১৪/০৬/২০০৭ তারিখে ঐ পুনঃ সংযোগ দিতে কামরুজ্জামান যান । কামরুজ্জামান গ্যাস সংযোগ প্রদানের কাজটি নিজে থেকে করেন। সত্য নয় যে, কামরুজ্জামান টেকনিশিয়ান বা ঐ সংযোগ দেন। সত্য নয় যে, ঘটনার সময় কামরুজ্জামান পার্শ্ববর্তী এরকটা হোটেলে গ্যাস সংযোগ সংক্রান্তে রিপোর্ট প্রস্তুত করার সময় আমার নিয়মিত লোকজন আঃ রহিমকে ডেকে নিয়ে তার পকেটে=৫০০০/- টাকা ঢুকিয়ে দেন। সত্য নয় যে, রহিম ঘটনাস্থলে আপত্তি করে বা স্থানীয় লোকজন সহ হৈ চৈ শুরু করে।সত্য নয় যে হৈ চৈ শুনে কামরুজ্জামান ঘটনাস্থলে আসেন এবংআটককারীদের কাছে ঘটনা বিষয়ে জানতে চান ।সত্য নয় যে কামরুজ্জামান আঃ রহিমকে আটক করা বিষয়ে জানতে চাওয়ার কারনে আমার নিয়ন্ত্রিত র‍্যাবের লোকজন কামরুজ্জামানকেও আটক করেন। আসামীদের আটক করার সময় মহিউদ্দীন এন্ড সন্স নামীয় চালের দোকানের কাউকে আমি ডেকে আনিনি। আমার ফ্যাকটরীটি চেয়ারম্যান মার্কেটে অবস্থিত। মার্কেটটি নিচতলায়। দোতলা থেকে গার্মেন্টস শুরু, আমি ঐ ঘটনার সময় নিচতলার মার্কেটের কাউকে ঘটনাস্থলে ডেকে আনিনি।১০/০৬/২০০৭ এবং ১৩/৬/২০০৭ তারিখে আসামীদের টাকা দেওয়া সংক্রান্তে থানায় কোন GD করিনি। ফ্যাকটরী থেকে দক্ষিন খান থানার দুরত্ব ৫০০/৬০০ গজ।আমি RAB এর নিকট কোন লিখিত অভিযোগ দেইনি। নালিশী নোট গুলো সংক্রান্তে পূর্বেই ইনভেন্টরী করা হয়। উক্ত ইনভেন্টরী RAB র‍্যাব করে। আমি উক্ত Inventory আজ আদালতে দাখিল করিনি। ইনভেন্টরীটা র অফিসে যাওয়ার পর লেখা হয়। আমি Inventory তে স্বাক্ষর করিনি তবে টাকার পিছনে আমার স্বাক্ষর ছিল। এজাহারে সাইট প্রতিবেদন বইয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সত্য। প্রদর্শনী-৩ সিরিজ হিসাবে ঐ সাইট প্রতিবেদনে আমার স্বাক্ষর আছে। ১৪/০৬/2007 তারিখ পুনঃসংযোগ দেওয়া হয় সত্য। তার আগে ফ্যাকটরীর গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্ন ছিল সত্য। প্রদর্শনী-IV সিরিজ প্রদত্ত গ্রাহকের তালিকা তিতাস ব্যবস্থাপক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সত্য। প্রদর্শনী IV সিরিজ ফাইলটি তিতাস গ্যাস কোম্পানী কর্তৃক আমাদের ফ্যাকটরীতে গ্যাস সংযোগ সংক্রন্তে খোলা।সত্য নয় যে, মিটার টেম্পারিং সহ আমাদের বিভিন্ন অনিয়ম আসামী কামরুজ্জামান উদ্ঘাটন করায় তাকে ফাসানোর জন্য তার বিরুদ্ধে একটা সাজানো অভিযোগ দায়ের করেছি। সত্য নয়

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যে, ঘটনা সাজানোর জন্য ২৩ ঘন্টা পর মামলা করেছি। সত্য নয় যে, টাকা বিষয়ে Inventory করা হয়নি। সত্য নয় যে, ঘটনা অসত্য হওয়ায় কোন স্থানীয় নিরপেক্ষ লোককে ঘটনা জানাইনি বা মামলাটি তিতাসের অর্থ আত্মসাৎ হতে বাঁচার জন্য।সত্য নয় যে, মিথ্যা মামলা করেছি বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম, সত্য নয় যে, আসামীর নিকট হতে কোন টাকা উদ্ধার হয়নি।
		আসামী আব্দুর রহিম পূর্বোক্ত জেরা Adopted. এবং গ্যাস সংযোগ সংক্রান্তে আমার অফিসের লোকজন দেখা শুনা করতো।তারা মকবুল হোসেন ও আঃ সালাম, আসামী আঃ রহিম উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গ্যাস সংযোগ দিতে যান কিনা জানিনা। সত্য নয় যে,১৩/০৬/২০০৭ তারিখে আসামী আমার অফিসে যায়নি। সত্য নয় যে,আসামী আমার বা আমার লোকের কাছ থেকে ঘটনার দিন কোন টাকা পয়সা নেয়নি।সত্য নয় যে আমার অফিসের কাজ শেষ করে ফেরার পথে আমরাএকটা ঘটনা সাজিয়েছি বা আমাদের অপকর্ম ঢাকার জন্য ঐ সাজাই। সত্য নয় যে, নালিশী ঘটনাস্থলে আসামী আব্দুর রহিমের নিকট হতে কোন টাকা পয়সা উদ্ধার হয়নি। সত্য নয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। (সমাপ্ত)
		<u>পি,ডব্লিউ-৬</u>
		মোঃ মকবুল হোসেন
		২০০৭ সালে আমি নিপ্পন সোয়েটার লিঃ এর ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের এম,ডি দেওয়ান মোঃ আছাদুজ্জামানের নির্দেশক্রমে ১৪/০৬/২০০৭ ইং তারিখে বিকাল অনুমান ৫.৪৫ ঘটিকায় টেকনিশিয়ান আব্দুর রহিমকে একটা খাম দেই। উক্ত খামের মধ্যে ৫০০/- টাকার দশটি নোট ছিল। আব্দুর রহিম উক্ত খাম খুলে টাকা গননার সময় ওৎপেতে থাকা র‌্যাব সদস্যরা তাকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করে এবং জব্দ তালিকা করে। উক্ত জব্দ তালিকায় আমি হিসাবে স্বাক্ষর করি। উক্ত জব্দ তালিকায় আমার স্বাক্ষর সনাক্ত করিলাম, প্রদর্শনী-১(৩)।
		X X X আসামী কামরুজ্জামানের পক্ষে জেরাঃ
		Cross-declined.
		X X X X আসামী আব্দুর রহিমের পক্ষে জেরাঃ
		ঘটনার দিন আমি অনুমান সকাল ৯.০০ ঘটিকায় অফিসে যাই। ঘটনার দিন প্রায় রাত ১০ টা পর্যন্ত আমি অফিসে ছিলাম। আমাদের এম,ডি সকালেঅফিসে আসেন। তিনি রাত ১০.০০ ঘটিকার পর অফিস ত্যাগ করেন।সত্য যে, আমাদের ফ্যাক্টরীর গ্যাস লাইন একাধিকবার কাটা হয় ।আমাদের কোম্পানী গ্যাস লাইন বাবদ জরিমানা

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দিয়েছিল সত্য ।বিল বাকি থাকার কারনে গ্যাস লাইন কাটা হয় মর্মে আমি জানি। সত্যনয় যে, বিল বাকি থাকার কারনে গ্যাস লাইন কাটার দাবী সঠিক নয় ।গ্যাসের মিটার টেম্পারিং করে গ্যাস চুরি করার কারনে গ্যাস লাইন কাটা হয় সাজেশনের প্রেক্ষিতে সাক্ষী বলেন যে এটা আমার জানা নেই ।গ্যাস কর্তৃপক্ষের নির্দেশে না আমাদের ডাকে আসামী ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে যায় তা আমার জানা নেই। সত্য নয় যে, আমি আসামীকে টাকা দেইনি বা টাকা গননারত অবস্থায় আসামীকে ধৃত করা হয়নি। সত্য নয় যে, আসামী আমাদের নিকট কোন টাকা দাবী করেনি বা সে আমার নিকট হতে কোন টাকা গ্রহন করেনি। ঘটনার দিন আমি অফিস হতে র‌্যাব অফিসে যাই। র‌্যাব অফিসে আমি এম,ডি, সহ আরো অনেকে গিয়েছিলাম। সত্য নয় যে, আসামীকে র‌্যাব অফিসে ২৪ ঘন্টা আটক রেখে টাকা উদ্ধারের গল্প সৃষ্টি করা হয়। সত্য নয় যে, নীজ অপরাধ ঢাকাতে এম,ডি এর নির্দেশে আজ আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম । সমাপ্ত)
		<u>পি ডব্লিউ-৭</u>
		মোঃ জহির হোসেন
		উপ পরিচালক দুদক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা উপসহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত থাকা অবসহায় গত ১৭/06/2008 ইং তারিখে আমি এই মামলার তদন্তভার গ্রহন করি। তদন্তকালে পূর্ববর্তী তদন্ত কর্মকর্তার নিকট হতে মামলার রেকর্ডপত্র বুঝেনেই। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি, সাক্ষীদের বক্তব্য ফৌঃকাঃবিঃ এর ১৬১ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করি। তদন্তকালে অভিযোগের সাথে আসামীদের সম্পৃক্ততার প্রমান পেয়ে গত ইং ২৮/০২/২০০১ তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির১৬১ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় চার্জশীট প্রদানের সুপারিশ সহ অদ্য ফারক দাখিল করি। পরবর্তীতে কমিশন কর্তৃক চাজীট প্রদানের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে গত ০৮/০৫/২০০ তারিখে বিচারার্থে এই চার্জশীট দাখিল করি ।কমিশন প্রদত্ত ২২/০৪/২০০৯ তারিখের চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন পত্র সনাক্ত করিলাম, প্রদর্শনী – ৪, এই আমার জবানবন্দি।
		XXX <u>আসামী কামরুজ্জামান সরকারের পক্ষে জেরা।</u>
		তদন্তভার প্রাপ্ত হওয়ার পর এজাহার পর্যালোচনা করেছি। এজাহার বর্ণিত ১৪/৬/২০০৭ তারিখের ঘটনা ছিল মেসার্স মহিউদ্দিন এন্ড সন্স নামক চাউলের দোকানের সামনে। মহিউদ্দিন এন্ড সন্সের মালিক কে তদন্ত কালে জিজ্ঞাসাবাদ করিনি এবং তার জবানবন্দি রেকর্ড করিনি। এজাহারে উল্লিখিত ফ্যাক্টরির সহকারী হিসাব রক্ষক মোহাম্মাদ আলীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিনি বা তার জবানবন্দি রেকর্ড করিনি। ১০/৬/২০০৭ ইং তারিখ এবং ১৩/০৬/২০০৭ তারিখে আসামীদের টাকা নেওয়া সম্পর্কে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ফ্যাক্টরীর কোন কর্মকর্তা আমার নিকট আসা দেয়নি। সত্য যে ১৪/০৬/২০০৭ তারিখে আসামীদের আটক করার সময় তাদের উভয়ের পরিচয় পত্র, একটি সাইট প্রতিবেদন বই, ৭টি ফাইল করার উপরে তিতাস গ্যাস টান্সমিশন ডিসটিবিউশন লেখা একটা কালো সাইড ব্যাগ উদ্ধার করা হয়।ঐ পরিচয় পত্র দুইটি বৈধ কি অবৈধ তা আমি যাচাই করিনি, আসামী দ্বয় যে তিতাস গ্যাস কোম্পানীর কর্মচারী ছিল তা আমি তদন্ত কালে নিশ্চিতহই। তিতাস গ্যাসের ডেমরা অফিসে তদন্তকালে যাইনি । সাইট প্রতিবেদন বই প্রদর্শনী- ৫ সিরিজ) এ উল্লিখিত দেওয়ান মোঃ আছাদুজ্জামান এই RM- পুনঃ সহাপিত হইল। এই রিপোর্টে sub Asstt. Engineer কামরুজ্জামানের স্বাক্ষর আছে সত্য। সত্য যে ঐ সাইট প্রতিবেদনে কাজের তারিখ ১৪/০৬/২০০৭ সময় ১৬.০০ ঘটিকা মর্মে উল্লেখ আছে। সাইট প্রতিবেদনে কাজের সুত্র যুক্ত তারিখ ০৬/০৬/২০০৭ মর্মে উল্লেখ আছে। জব্দকৃত ০৭টি ফাইলের একটি ফাইল বাদী মেসার্স নিপ্পন সোয়েটার্স লিঃ এরঐ ফাইলে কাজের ধরন Reconnection মর্মে উল্লেখ আছে। উক্ত কার্য তালিকায় তিতাস গ্যাস এর ব্যবসহাপক এর স্বাক্ষর আছে। একই তারিখে আরো ৬ টি পতিষ্ঠানের কার্য শিডিল উল্লেখ আছে। সত্য যে কার্যাদেশ সম্পন্ন করার জন্য সময়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে ঘটনাসহলে যেতে হয়। আমাকে প্রদর্শিত ফাইলে নিপ্পন সোয়েটার্স লিঃ কে তিতাস গ্যাস কর্তৃক বিভিন্ন তারিখে প্রদত্ত সেবা তদন্ত সংক্রান্তে বিস্তারিত উল্লেখ আছে । উক্ত ফাইলে মিটার ছিল 4 নড়বড়ে পাওয়া যায় মর্মে উল্লেখ আছে। উক্ত ফাইলের আদেশে মিটার কারচুপির অভিযোগ রয়েছে মর্মে উল্লেখ আছে। ফাইলের ১৪ নং আদেশে (১১/০৬/২০০৭) উক্ত নিপ্পন সোয়েটাসের মিটার সংক্রান্তে ব্যবসহা গ্রহনের নির্দেশ দেওয়া হয়।ঘটনাসহলে পুনঃ সংযোগ দেওয়ার জন্য ০৬/০৬/২০০৭ তারিখে তিতাস গ্যাসের কর্মকর্তা শহীদুল হক ডাকুরী নালিশী ঘটনাসহলের মিটার পুনঃ সংযোগ দেওয়ার জন্য আদেশ দেন ।নথিতে উল্লেখ আছে যে অবৈধ কার্যক্রম গ্রহন করায় নিপ্পন সোয়েটাসের সংযোগ ০৯/০৪/২০০৭ তারিখে বিচ্ছিন্ন করার আদেশ প্রদান করা হয়।ফাইলের নথিতে উল্লেখ আছে যে মিটার সহ ভাঙ্গা পাওয়া যায়। উক্ত ফাইলেআরো দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনিয়ম সংক্রান্তে আসামী কামরুজ্জামান সরকারের ২০/০৩/২০০৭ তারিখে একটা প্রতিবেদন আছে।উক্ত ফাইলে রক্ষিত ২৩/০৯/২০০৩ তারিখের নিকট প্রতিবেদনে দেখা যায়যে, গ্রাহকের সিল যুক্ত মিটারটি তার আঙ্গিনায় ০৭/০৬/২০০৩ তারিখে সহাপন করা হয়। এবং ওভার স্পিনিং এর কারনে মিটার বিকল হয় এবং গ্রাহককে দায়ী করে জরিমানা আদায়ের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। সত্য যে ফাইলের আদেশ ও নির্দেশ পর্যালোচনা করে আসমীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করি। আমার তদন্তে উল্লেখ করেছি মিটার কারচুপির কারনে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৩০/৭/২০০৬ তারিখে নিপ্পন সোয়েটার্সের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ঐ দিনই জরিমানা প্রদান করায় গ্যাস সংযোগ পুনরায় দেওয়া হয়। আমি আমার তদন্ত রিপোর্টে নিপ্পন সোয়েটার্স কোম্পানীর গ্যাস সংযোগ অনিয়মের কারনে বিভিন্ন তারিখে বিচ্ছিন্ন করা হয়। তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেছি যে জরিমানা ও পুনঃ সংযোগ ফি বাবদ ৩,৫০,০০০/- টাকা পরিশোধ পূর্বক নিপ্পন সোয়েটার্স পুনরায় সংযোগ গ্রহন করে আমি তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেছি যে, ১১/০৬/২০০৭ এবং ১২/০৬/২০০৭ তারিখের উধর্তন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রদান পূর্বক কামরুজ্জামানকে সংশ্লিষ্ট মিটারটি পুনঃ সংযোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। আমি চার্জশীট উল্লেখ করেছি যে, আসামী কামরুজ্জামান পার্শ্ববর্তী ৰূপাড় হোটেলে রিপোর্ট তৈরী করার সময় ১৭.৩০ ঘটিকায় নিপ্পন সোয়েটার্সের এক ব্যক্তি টেকনিসিয়ান আব্দুর রহিমকে ডেকে নিয়ে পকেটে টাকা ঢুকিয়ে থেকে তপেতে থাকা র‌্যাবের লোকজন আব্দুর রহিমকে গ্রেপ্তার করে।আমি আমার অভিযোগ পত্রে আরো উল্লেখ করেছি যে, হৈচৈ শুনে উপসহকারী কামরুজ্জামান র্যাব এর লোকজনের সাথে আব্দুর রহিমকে গ্রেপ্তারের কারন জিজ্ঞাসা করলে তাকেও র‌্যাবের লোকেরা গ্রেপ্তার করে।সাক্ষী এসআই আব্দুল ওয়াহাব ১৬১ ধারায় তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে কোন টাকা লেনদেন হয় তা আমি জানি না। এস আই আব্দুল ওয়াহাব তার জবানবন্দি তে আমার নিকট উল্লেখ করেন নি যে ফ্যাক্টরীর গ্যাস সরবরাহের জন্য দুইজন লোক আব্দুর রহিম ও কামরুজ্জামান টাকা দাবী করে। আব্দুল ওয়াহাব তার জবানবন্দিতে আমার নিকট বলেন নাই যে ঐ দুই কর্মকর্তাকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করি। আব্দুল ওয়াহাব আমার নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার জবানবন্দিতে বলেন নাই যে ইনভেন্টারী তৈরী করা হয়। তিনি আমার নিকট জব্দ তালিকা পস্তুত করা হয় মর্মে উল্লেখ করেন। আমার তদন্ত কালে এই মামায় Inventory করা হয়েছে মর্মে কোন তথ্য প্রমান পাইনি । PW-1 তার আমার নিকট দেওয়া ১৬১ ধারার জবানবন্দিতে বলেছিল যে তার দোকান থেকে ঘটনাসহলে দেখা যায় না। তিনি আমার নিকট বলেন যে, তিনি টাকা লেনদেন করতে দেখেন নি। এজাহার অনুযায়ী আসামীদের ১৪/৬/২০০৭ তারিখ ১৭.৪৫ ঘটিকায় আটক করে র‌্যাব অফিসে নেওয়া হয়। র‌্যাব অফিস হতে দক্ষিণখান থানার দুরত্ব অনুমান ৬০০/৬৫০ গ এফ আই আর ফরম অনুযায়ী ১৫/০৬/২০০৭ তারিখ ১৬.৪৫ ঘটিকায় থানায় সোপর্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত টাকা থানায় হস্তান্তর করা হয় মর্মে এফ আই আর উল্লেখ নেই। সত্য যে আমার পূর্বে পুলিশের দুই কর্মকর্তা এই মামলার ফরমে তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন তারা আসামীদের দোষ স্বীকারোক্তির কোন Fowarding দেয়নি । আমি নিজেও আসামীদের দোষ স্বীকারোক্তির জন্য আবেদন করিনি সত্য যে, বাদী আসামীর কামরুজ্জামানের বৈধ কর্মকান্ডে ক্ষুব্দ হয়ে র‌্যাব কর্মকর্তার সঙ্গে

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যোগসাজশেএকটা মিথ্যা মামলা করেন সত্য নয় যে এজাহারের বক্তব্য অসত্য বা গতানুগতিক ভাবে কামরুজ্জামানকে এই মামলায় আসামী হিসাবে চার্জশীট ভুক্ত করেছি। XXXX আব্দুর রহিমের পক্ষে জেরাঃ সত্য নয় যে জব্দকৃত টাকা আসামী আব্দুর রহিমের নিকট হতে উদ্ধার হয়নি। (সমাপ্ত) <u>আন্দাজী ৪৫ বয়স্ক D.W-1 এর জবানবন্দি।</u> আমার নাম- মোঃ কামরুজ্জামান সরকার, আমার পিতার নাম- মৃত আঃ মান্নান সরকার, জেলা-কুমিল্লা, আমার বাসসহান তালাতলী, পুলিশ ষ্টেশন- দাউদকান্দী।আমি বর্তমানে সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্টিবিউশন কোম্পানীতে কর্মরত আছি। গত ১০/৬/২০০৭ তারিখে আমার অফিসে কর্মরত ছিলাম। ১১/০৬/২০০৭ এবং ১২/06/2009তারিখ আমি দাপ্তরিক কাজে বাইরে ছিলাম। ১৩/০৬/২০০৭ তারিখে আমি দপ্তরে আসার পর Disparity থেকে আমাকে অনেকগুলো ফাইল দেওয়া হয়। তার মধ্যে এজাহারকারীর নিম্নন সোয়েটার্স লিঃ এর ফাইলটিও ছিল, ফাইলটিতে আমাকে কাজ করার জন্য একটা আদেশ দেওয়া হয়। আমাকে দেওয়া কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমাকে অন্য একটি ডিপার্টমেন্টে যেতে হয়, সেটা ভাণ্ডার ডিপার্টমেন্ট। আমি টেকনিশিয়ান আব্দুর রহিমকে ভান্ডার বিভাগ হতে মালামাল যোগাড় করতে বলি। আব্দুর রহিম প্রয়োজনীয় মালামাল উত্তোলন করে আমাদের শাখায় নিয়ে আসে। মিটার টেষ্ট করি। এর পরদিন কাজে যাওয়ার জন্য অন্যান্য ৭ টি প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত মালামাল গুছিয়ে নেই। ১৪/০৬/২০০৭ তারিখে আমরা অফিস থেকে মালামাল নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংযোগ/পুনঃ সংযোগের কাজ করি, অনুমান বেলা ৩.00 ঘটিকায় নালিশী প্রতিষ্ঠানে যাই। নিপ্পন সোয়েটার্সে গিয়ে পুনঃ সংযোগ সেই। নিপ্পন সোয়েটা র্সের নিকটবর্তী ঝুপড়ি হোটেলে বসে রিপোর্ট তৈরী করি, রিপোর্ট তৈরী করার পর নিপ্পন সোয়েটার্সের একজন লোককে রিপোর্টটা প্রতিষ্ঠানের এম.ডি কর্তৃক স্বাক্ষর প্রদানের জন্য বলি। তি রিপোর্টটা নিয়ে এম, ডি এর স্বাক্ষর করে নিয়ে আসে। ঐ ব্যক্তি আমাকে RM বলেন যে, এম, ডি সাহেব RAও আপনাকে বুঝে দিতে বলেছেন। এর কিছুক্ষণ পর আমাদের অফিস ড্রাইভার মোঃ শাহজালাল আমাকে ডেকে বলেন যে, আব্দুর রহিমকে র‍্যাব আটকেছে, আমি ফাইল পত্র গুছিয়ে ঘটনাসহলে গিয়ে দেখি দুইজন লোক আঃ রহিমকে দুই হাতে ধরে রেখেছে। আমি ঘটনার কারণ জানতে চাইলে তারা আমাকে দূরে দাড়ানো বসকে দেখায়। আমি ঐ র‍্যাব কাছে গিয়ে ঐ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। আমি র‍্যাব কর্মকর্তাকে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আমার পরিচয় দিলে তিনি আমাকে ধৃত আব্দুর রহিমের কাছে নিয়ে আসেন এবং বলেন যে আপনার লোক কাজ করার জন্য টাকানিয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, আপনার ইচ্ছাকৃত ভাবে নিপ্পন সোয়েটারের লাইন ২/৩ মাস যাবত বন্ধ করে রেখেছেন। পাশে দাড়ানো এক ব্যক্তি তখন বলছিল যে, ওরা আমাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। আমি র‌্যাব কর্মকর্তাকে নিপ্পন সোয়েটারের ফাইল দেখিয়ে জানাই যে, আমি ১৩/০৬/২০০৭ তারিখে ঐ ফাইল পেয়েছি। আমি তাকে বারবার বোঝাতে চাইলে তার ইশারায় এক র‌্যাব সদস্য আমার কোমরের বেল্ট ধরে। র‌্যাব কর্মকর্তা আমার বাম কানে থাপ্পড় মারে। ঘটনার কিছুক্ষন পরে আমাদের র‌্যাব কার্যালয়ে নিয়ে যান। সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরদিন বিকেল বেলা গাড়ীতে করে আমাদের গাড়ীতে উঠানো হয়। একজন র‌্যাব কর্মকর্তা ফোনে কাউকে ফ্যাক্টরির সামনে দাড়াতে বলেছিল, গাড়ীটা নিপ্পন সোয়েটারের সামনে এসে থামে। এক ব্যক্তি ঐ গাড়ীতে উঠে। র‌্যাব- কর্মকর্তা সাদা টাইপ করা একটা কাগজ ঐ ব্যক্তির হাতে দেয় এবং পড়তে বলেন। ঐ ব্যক্তি ঐ কাগজের একসহানে নাই লিখতে বলেন। তখন ঐ ব্যক্তি কাগজে স্বাক্ষর করেন। তার স্বাক্ষর থেকে নাম আসাদুজ্জামান হাওলাদার মর্মে জানায়। এরপর আমাদের দক্ষিণ খান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা সারারাত সেখানে ছিলাম। পরে জানতে পারি যে, আমাদের নামে মামলা হয়েছে। সত্য নয় য, আমি ১০/০৩/২০০৭ তারিখে টাকা নিয়েছি মর্মে দাবী অসত্য। ২০/০৩/২০০৭ তারিখে আমি প্রথম নিপ্পন সোয়েটার্সে যাই এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেই। ঐ দিন তিনি আমাকে ৪০/৫০ হাজার টাকা নিয়ে RMও রুমে ঢুকা থেকে বিরত থাকতে বলেন। আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি, আমার উক্ত কারণে আমার বিরুদ্ধে মামলা হয়। XXX রাষ্ট্র পক্ষে জেরাঃ সত্য যে, আমার হাতে এই জবানবন্দি সংশ্লিষ্টে একটা চিরকুট আছে। সতা নয় যে, ঐ চিরকুট দেখে আমি জবানবন্দি করেছি। সত্য নয় যে, এই মামলার এজাহারকারীর নিকট ১৪/০৬/২০০৭ তারিখে ৫০০০/-টাকা ঘুষ নেই। সত্য নয় যে, উক্ত ঘুষ গ্রহনের পর র‌্যাব- আমাকে ধৃত করে। সত্য নয় যে, আমার ও আমার সঙ্গীর নিকট হতে র‌্যাব ঘুষের ঐ ৫০০০/ -টাকা উদ্ধার করে। সত্য নয় যে উদ্ধারকৃত টাকা ঘটনাসহলে আমাদের সামনে ও সাক্ষীদের উপসিহতিতে জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করে। সত্য নয় যে, নিজেকে বাঁচানোর জন্য আদালতে বিভ্রান্তমুলক অসত্য সাক্ষ্য প্রদান করি। আদালতের প্রশ্ন : আমি এখনও আমার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছি। এই মামলায় আমার ১১%, মাস হাজত বাস হয়েছে। আমি ৬বছর ৪ মাস সাময়িক বরখাস্ত ছিলাম। হাইকোর্টে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আমরা Writ করলে মামলা বাতিল হওয়ার কারণে চাকুরীতে পুনঃবহাল হই। আপীল বিভাগ ঐ আদে দেন। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করার পর আমার বিরুদ্ধে মামলা পুনঃবহাল হওয়া সম্পর্কে আমার আমার অফিসকে জানাইনি। সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য শৃংখলা ও শাস্তি সংক্রান্ত আইন আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কি না আমার জানা নেই । (সমাপ্ত) <u>আন্দাজী ৬২ বয়স্ক D.W-2 এর জবানবন্দি।</u> আমার নাম- মোঃ আব্দুর রহিম, পিতামৃত-আব্দুল ওয়াহেদ মোল্যা,জেলা-মাদারীপুর, বিদ্যাবাগিস, পুলিশ ষ্টেশন কালকিনি । আমি তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্টিবিউশন কোম্পানীতে টেকনিশিয়ান পদে কর্মরত থাকা অবসহায় অবসরে যাই। আমি ১৩/০৬/২০০৭ তারিখে ডেমরা অফিসে কর্মরত ছিলাম। ১৪/০৬/২০০৭ তারিখ সকালে আবার ঐ অফিসে যাই ও ৭টি লাইনে পুনঃ সংযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম রেডি করে সাহটে যাই। অনুমান বেলা ৩.৩০ ঘটিকায় নিপ্পন সোয়েটার্সে গিয়ে পুনঃসংযোগ প্রদান শেষ করে কামরুজ্জামানের সঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী একটা হোটেলে। সেখানে বসে রিপোর্ট লেখা হয়। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাকে বলেন যে সাদা পোষাকে থাকা র‍্যাব এর আপনাকে ডাকছে। আমি সেখানে যাই। সেখানে যাওয়ার পর আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমার দুইহাত ধরে হাতে হ্যান্ড কাফ লাগায়া আমি যখন ঐ হোটেল থেকে র‍্যাব এর কাছে যাই তখন কামরুজ্জামান ঐ হোটেলে বসা ছিল। আমাকে হ্যান্ডকাফ পরানোর পর কামরুজ্জামান সেখানে আসলে তাহাকেও র‍্যাব এর লোকজন হ্যান্ডকাফ পরায়। আমাদের দুইজনকে র‍্যাব এর গাড়ীতে তুলে র‍্যাব অফিসে নিয়ে যান। পরদিন সকাল বেলা র‍্যাব অফিস থেকে আমাদের থানায় নিয়ে যায়। থানায় নেওয়ার একদিন পর আমাদের জেল খানায় পাঠায়। এই আমার জবানবন্দী। <u>পক্ষে জেরা</u> : সত্য নয় যে ৫০০০/-টাকা ঘুষ গ্রহনের কারণে র‍্যাব আমাকে গ্রেপ্তার করে। সত্য নয় যে, ১৪/০৬/২০০৭ তারিখে এজাহাকারীর ফ্যাক্টরীতে গ্যাস পুনঃ সংযোগের জন্য ৫০০০/-টাকা ঘুষ গ্রহন কালে আমাকেও কামরুজ্জামানকে র্যাব হাতে নাতে গ্রেপ্তার করে। সত্য নয় যে, নিজেকে বাচানোর জন্য আদালতে মনগড়া বক্তব্য প্রদান করলাম। (সমাপ্ত) **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় শেখ নাজমুল আলম, বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত**

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নং- ৪, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ২৩/২০০৯-এ বিগত ইংরেজী ১১.১০.২০২০ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

IN The 4th Court of Special Judge, Dhaka.

Present: Shaikh Nazmul Alam
Special Judge (District & Sessions Judge)
Court of 4th Special Judge, Dhaka.

Date of Judgment: Sunday, 11 October, 2020.

Special Case No. 23 of 2009
Metro Special Case No. 136 of 2009

Reference: Dakkhinkhan PS:Case No.13 dated 15.06.2007.

ACC. GR Case No. 54 of 2007.

The State

-Versus-

1. *Md. Kamruzzaman Sarker, Son of Late Abdul Mannan Sarker, Sub-Assistant Engineer, Titas Gas Transmission And Distribution Company, Demra Office, Dhaka.* ***Permanent Address:****Village-Tulatuli PS: Daudkandi, District-Kumilla.*
2. *Md.A.Rahim, Son of Late Abdul Wahed, Technician,Titas Gas Transmission and Distribution Company, Demra Office, Dhaka.* ***Permanent Address:*** *Village: Biddabagish, PS: Kalkini, District: Madaripur*

---------Accused-persons.

The Charges: Under section 161 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.

Mr. Md. Rafiqul Islam Jweal: Special Public Prosecutor for the Anti-corruption Commission.

Advocate for the accused person Md. Kamruzzaman Sarker: S.M. Abul Kalam Azad.

Advocate Adovocate for the accused person Md. A. Rahim: Md. Shahabuddin Sheikh.

JUDGMENT

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		The case of the prosecution in brief runs as follows: *The informant PW-5 Asaduzzaman Awlad lodges a FIR with Dakkhinkhan Police Station, DMP, Dhaka on 15.06.2007 alleging that he is the Managing Director of Nippon Sweaters Limited while the accused persons namely Md. A. Rahim and Md. Kamruzzaman Sarker are the Technician and Sub-Assistant Engineer respectively, of Titas Gas A NIPPON Transmission and Distribution Company. Nippan Sweaters Limited is situated at Chairman Market under Dakkhinkhan Police Station, DMP Dhaka. In order to restore Gas connection in his sweater factory, the accused persons demanded bribe for taka 15,000 from him. The informant denied to pay the bribe. The informant had been suffering huge loss for disconnection of gas line and taking the advantage of the situation, the accused person Md. Kamruzzaman took bribe for taka 2000 on 10.06.2007 while accused Md. A. Rahim took bribe for taka 7000 on 13.06.2007 through his Assistant Accountant Mohammad Ali from the factory and assured to give connection of gas in the factory. They demanded that they would receive rest taka 6000 (six thousand) after the gas connection. The informant finding no other alternative assured the accused persons to pay the rest bribe money. The informant further communicated to the Titas Gas office when the accused persons informed him that they would give gas connection on 14.06.2007, Thereafter, he informed the matter to the authority of RAB-1, Uttara, Dhaka. The accused person on 14.06.2007 at about 15.00 hour came to the factory and they restored the gas connection. At that time, the members of the RAB under the leadership of Flight Lieutenant Mollah Mohammad Tohidul Hassan laid a trap beside the factory in civil dress. After completion of works, accused person A. Rahim demanded bribe money for taka 6000/-(six thousand) when the informant told him that the bribe money was kept to his General Manager*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Mokbul. The informant's General Manager Mokbul handed over Tk. 5000/- (five thousand) to accused person A. Rahim. Amount for taka 5000/- was kept in a white envelope of Nippon Sweaters having 10 (ten) notes of taka five hundred each. While the accused A. Rahim was counting the said money, he along with the other co-accused Md. Kamruzzaman Sarker was caught red handed in front of the shop named and styled as M/S Mohiuddin and Sons, Master Plaza, Dakkhinkhan Bazar, Dhaka. RAB also recovered 07 files and other documents of Titas Gas Transmission and Distribution Company from the custody of the accused persons. The accused persons on the spot admitted the fact of taking bribe for taka 9000 and taka 5000. Thereafter, the informant came to the police station along with RAB Members and lodged the instant FIR against the accused persons. *Accordingly, Dakkhinkhan PS Case No. 13 dated 15.06.2007 under sections 161 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 was recorded.* *The case was Investigated by Mr. Zahid Hossain, Assistant Director, ACC, Head Office, Dhaka who submitted Charge sheet No.76 dated 08.05.2009 under sections 161 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against the accused persons Md.Kamruzzaman Sarker and Md.A.Rahim.* *After filing of the charge sheet, this case was transmitted to the Court of Learned Metropolitan Senior Special Judge, Dhaka. Learned Metropolitan Senior Special Judge took cognizance of the offences against the two accused persons under sections 161 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.* *Thereafter this case was further transferred to this Court and learned predecessor Special Judge framed charges under*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		section 161 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against the accused persons. *In all (seven) PWs were examined by the prosecution. Contesting defense cross-examined the PWS.* *Since after close of the evidence by the prosecution, accused persons were examined under section 342 of the Code of Criminal Procedure, 1898 when they further pleaded not guilty and inclined to adduce evidence. Both of them also filed separate written statements. Accused persons Md. Kamruzzaman and Md. A. Rahim have also examined themselves in Court to prove their Innocence.* *Defense case, as it appears from the cross- examination of the PWs, from the examination of the accused persons under section 342 of the Code of Criminal Procedure and from their oral testimonies in Court are that they are innocent and that they have not taken any bribe from the informant or from any of his employees and that they are no way involved with the alleged bribery. It is the further case of the defense that as a part of their official duties, the accused persons went to the sweater factory on 14.06.2007 to give re-connection of gas and that they had duly visited the factory and provided gas connection thereon. It is the further case of the defense that the informant tampered into the meter of the gas line in his factory for several times and the Titas Gas took several grave actions against them and that they became aggrieved to the accused persons and arranged a fraudulent trap against them by furnishing erroneous information to RAB and that they have been falsely implicated in this case with a untrue story.* ***Points for determination:*** *1. Has the prosection been able to prove the Factum of demand of bribe by the accused persons to the informant or any of his employees, its acceptance and recovery of money*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		from the accused persons? *2. Are accused persons guilty for the offence under sections 161 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947?* ***Findings and Decision:*** *For the convenience of discussion, all the points are taken together.* *Learned Advocate for the Anti-Corruption Commission, analyzing the evidence of prosecution argues that the prosecution has successfully proved the charges against the accused persons and they are, therefore, liable to be convicted and punished.* *On the other hand, Ld. Advocates for the accused person A. Rahim taking me through the evidence led by the PWS submits that the prosecution failed to examine any neutral witness to prove the fact of demand of bribe and payment of the same to the accused person as alleged. Learned Advocate also submits that the witnesses, examined before this court, are partisan witnesses and that no conviction can be recorded on the basis of oral testimonies of the partisan witnesses. Learned Advocate also submits that there is no corroboration of the testimonies of the witnesses and that the accused person did not demand bribe and that no fact of demand of bribe, delivery of the bribe money to this accused and recovery of the same from his custody, have been proved beyond reasonable doubts and as such no conviction can be recorded. Learned Advocate for the accused person taking me through the evidence by the accused as DW-2, submits that the accused is the victim of the grudge of the informant because of penalty imposed upon the informant by the Titas Gas Company for the offence of meter tampering and that the accused persons, on the date of alleged occurrence, went to the spot to give reconnection in the factory of the informant and that they had so done as per the*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		instructions of their higher authority and that the accused persons were apprehended therein with fraudulent allegations of taking bribe. Learned Advocate goes on to argue that no bribe was taken by the accused person but he was fraudulently arrested with allegations of taking money. Learned Advocate also submits that the accused persons have been allegedly arrested in a trap case but alleged trap, though fraudulent, was not laid in accordance with law and as such the proceeding is vitiated and the accused person is entitled to get acquittal. *Learned Advocate for the accused person Md. Kamruzzaman submits that the accused person is a Sub-Assistant Engineer of Titas Gas Company and that on the date of occurrence he along with co- accused Technician A. Rahim went to M/S Nippon Sweaters Ltd Company to provide re-connection of gas in the factory and that the visit was so made as per written order of their higher authority and that the accused person never demanded bribe to the informant for reconnections. Learned Advocate for the accused person taking me through the deposition of his client DW-1 submits that neither the accused person demanded bribe nor the bribe money was recovered from his possession on the spot and that the accused person produced official documents to the RAB to prove the fact of his official visit to the factory but RAB did not pay heed to it. Learned Advocate also submits that RAB seized official documents from the custody of the accused person which happily prove the fact that it was an official visit to the factory by the accused persons to provide reconnection of gas. Learned advocate also submits that the evidence led by the witnesses produced on behalf of the prosecution have failed to prove that the tainted money was recovered from the possession of the accused person. Learned Advocate giving emphasis to the cross-examination of the Investigating Officer PW-7 Md. Zahid Hassan, Deputy Director of ACC, submits*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		that the Investigating Officer in his investigation report has ultimately disowned the case of the FIR regarding recovery of the tainted money from the custody of the accused persons and as such giving sanction by the ACC to file charge sheet is unwarranted and abuse of power. Learned Advocate for the accused person also submits that the Investigating Officer in his deposition before this Court has admitted the case of defense regarding recovery of the tainted money and as such this case loses legs to stand. Learned Advocate for the accused person taking me through the evidence led by the witnesses on behalf of the prosecution submits that impartial no Imparial witness has been examined to prove the charge against the accused person and that the evidence led by the infromant as PW-5 is full of contradiction with his FIR regarding alleged payment of bribe on 10.06.2007 Learned Advocate also submits that according to the FIR allegedly the first bribe was given to this accused through Mohammad Ali, an Assistant account of the informant's factory. But said Mohammad-Ali, an Assistant account of the 5 informant's factory. But said Mohammad Ali has not been examined to prove the facts of giving first bribe and as such presumption provided under section 114(g) of the Evidence Act may be drawn for non- • examination an exdamination of vital witness Mohammad Ali, Learned Advocate for the accused person submits that PW-5, in his examination-in-Chief before this Court, has claimed that on 10.06.2007 at 4.00 pm, he went to the office of Kamruzzaman at Demra and paid him bribe for taka 2000. Learned Advocate candidly submits that the very claim in untrue and opposed to the version of his FIR. Learned Advocate also submits that as the informant has given untrue evidence on this vital particular point, his total evidence loses credibility and his evidence need not be considered to record conviction against any of the accused persons. Learned

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Advocate also sumits that the RAB personnel are convinced by the informant who made untrue and unauthorized story of trap and that they are partisan witnesses incredible for their own success of their trap and as such their evidence a creditworthy" are not ereditwothy to record conviction. Learned Advocate further states that alleged trap was not laid in accordance with law and as such the entire porceeding has been vitiated and no conviction can be recorded on the basis of the trap not authorized by law. Learned Advocate for the accused person taking me through the case of Ansar Ali Vs State reported in 13 DLR Page 162-167 and the case of Abdul Hye Vs State reported in 20 DLR page 407-411 submits that recovery of money from the accused person is not enough to award conviction and that discovery of currency note from the person of the accused does not necessarily prove that it was given as bribe.
		Submissions made on behalf of defence may be divided into two parts. On part relates to exclusively law points and other part relates to mised question of facts and law.
		We shall at first discuss the legal points raised By the defense.
		Let us pass to consider whether alleged trap suffers from any illegality and infirmity to vitiate the proceedings of this case.
		On perusal of record, it appears that this Court vide order dated 17.09.2009 framed charges under section 161 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against both the accused persons and being aggrieved, accused person Md. Kamruzzaman Sarker filed Criminal Misc. Case No. 33957 of 2011 before Honorable High Court Division with an application under section 561A of the Code of Criminal procedure for quashing the proceedings before this Court. At the time of issuance of the Rule, all

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		further proceedings of this case were stayed. Honorable High Court Division on Parties hearing both the paries made the Rule absolute vide judgment on 21.11.2012 with observations to the effect, "Under the aforesaid facts and circumstances we are of the view that in laying and conducting the trap in the instant case, as alleged, the mandatory provisions of Rule 16 of the Anti Corruption Rules 2007 were not at all followed which vitiates the very initiation of the proceedings in question. We find merit in this Rule. *In the result the Rule is made absolute"* *Being aggrieved by the judgment dated 21.11.2012 passed by Honorable High Court Division, Anticorruption Commission, represented by its Chairman Preferred Criminal Petition for Leave to Appeal No. 524 of 2014 and Honorable Appellate Division vide judgment dated 11.04.2016 was pleased to set aside the judgment and order dated 21.11.2012 passed by Honorable High Court Division in Criminal Miscellaneous Case No. 33957 of 2011. Honorable Appellate Division Was also pleased to direct this trail Court to proceed with this case in accordance with law.* *In view of aforesaid fact, this Court hold that allegations of violating the procedural rules to lay this trap has been decided by Honorable Appellate Division and no further discussion on this point shall bear any fruit.* *Next legal point raised by Learned Advocate on behalf of the accused person is that in view of the case of Ansar Ali Vs State reported in 13 DLR page 162-167 and the case of Abdul Hye Vs State reported in 20 DLR page 407/411, the recovery of money from the accused person is not enough to award conviction and that discovery of currency note from the person of the accused does not necessarily prove that it was given as bribe.* *This court is in full agreement with the principal*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		enunciated by Honorable High Court Division in aforesaid cases. It is settled principle of law that mere recovery of the bribe money is not sufficient to record a conviction unless there is evidence that bribe had been demanded or money was paid as bribe. In absence of any evidence of demand and acceptance of any amount as illegal gratification, recovery would not be alone to be ground to convict the accused persons. In order to search out the legal proposition, we have to go through the evidence in record and the arrive at a decision from the facts reveal before this court. *Now let us go through the evidence to arrive-at a correct decision on the basis of the points determined earlier.* *PW-1 Md. Shafiqul Islam states in his examination-in-chief that a seizure list was prepared on 14.06.2007 at about 5.00 pm to 5.30 pm and that he is a signatory in the seizure list. PW-1 identifies the seizure list, Exhibit-1 and his signature thereon, Exhibit-1(1).* *In response to the cross-examination on behalf of the accused person A. Rahim, PW-1 states that he is the owner of Dewan Store and that his shop is to the west of the Master Plaza and that the Nippon Sweater is beside the Master Plaza. PW-1 also states that the garments factory of the Nippon Sweaters is within the eye vision from his shop. PW-1 does not know as to whether gas connection was disconnected from Nippon Sweaters before 14.06.2007. PW-1 also states that a RAB office called on him to the place of occurrence and that he found many people there and also found two persons under handcuff. PW-1 further States that a betel-cigarette shop was kept open beside the place of occurrence. PW-1 cannot memorize whether a shop named Shahbuddin and Sons was kept open at the time of occurrence. PW-1 admits that there were some hotels beside Master Plaza. PW-1 further states that the RAB officer at first did not offer him to sign the seizure list*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		and that the RAB Officer showed him an envelope kept in the hand of the accused person. PW-1 also states that he opened the envelope and found 10 (ten) notes of taka 500 each and thereafter he signed the seizure list. PW-1 also states that he does not know as to who and what purpose gave the notes to the accused person. PW-1 also states that he has explained to the Investigating Officer the fact what he witnessed from the place of occurrence. Pw- Idenies the suggestions that he did not see the occurrence or he signed the seizure list as per the instruction of the RAB officer. PW-1 denies the suggestions that he deposed falsely.
		PW-2 Sub-Inspector Md. A. Wahab Sarker states in his examination-in-chief that in terms of MCC No. 1879 of RAB-1, he was deployed in duties on 14.06.2007 at Uttara and that on the basis of secret – went information; he wen to the Nippon Sweaters situated in front of Master Plaza under Dakkhinkhan Police Station. PW-2 also states that two persons namely A. Rahim and Kamruzzaman claiming them the officer/employees of Titas Gas, demanded money to give gas connection. PW-2 further states that he caught hold of the officer/employee and that he found in possession of A. Rahim an amount of taka 5,000 kept in an envelope and that a black colored bag was found in the possession of the accused persons and that the bag contained a Site Report Book and 7 (seven) distribution books of different customers. PW-2 further states that an inventory was prepared in presence of the witnesses and the recovered amount for taka 5000/- consists of 10 (ten) currency notes of Tk.500/- each having number bearing Kha Tha -4520309, PA-6706260, Kha jha – 9775627, Ka Gha – 0983815, Kha Eyo -8248113, Uma 1388815, Kha Ka -5121919, Ka Ka – 1556531, KA Sa 2598687 and La -8104483. PW-2 further states that he took the signatures of the witnesses and he also signed on the seizure list. PW- 2 has identified his signature on the seizure

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		list, Exhibit-1(2). Pw-2 has identified the seized black colored bag, Material Exhibit-1. He has identified the seized 10 notes for Tk.500 each, material Exhibit-11. PW-2 has adduced the identity card of the accused persons in evidence, Material Exhibit-III. PW-2 has adduced seven files relating to gas connection of the consumers including the file of M/S Nippon Sweaters Limited, Material Exhibit-IV series. He has also adduced the Site Report Book of Titas Gas Transmission and Distribution Company Limited, Material Exhibit-V. *In answerer to the cross-examination on behalf of the accused person Md. Kamruzzaman, Pw-2 States that he has given statements to the Investigating Officer. PW-2 denies the suggestion that he did not claim to the Investigating officer about the fact of information from the secret source. PW-2 also denies the suggestions that he did not claim to the Investigating Officer that he searched two accused persons. PW-2 admits that the accused persons are the officer and employee of Titas Gas Company. PW-2 denies the suggestions that the accused persons informed him the fact of giving gas connection to the Nippon Sweaters Ltd on 09.06.2003 or his gas line was disconnected on 30.07.2006. PW-2 has denied various suggestions regarding information to him by the accused person with allegations of meter tampering by the Nippon Sweaters and disconnection and reconnection of the meter after paying fine. PW- 2 has admitted the fact of seizure of the file of Nippon Sweaters from the custody of the accused person and he has also admitted that the file contains some statements written in it. PW-2 has also denied the suggestions that they were provoked by the persons of the Nippon Sweaters and arrested the accused persons on the date and at the place of occurrence. PW-2 denies the suggestions that they were unduly influenced by the authority of the Nippon Sweaters and seized the documents of the accused persons. PW-2 has also denied*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		the suggestions that the accused person did not take any bribe from the spot or he was not engaged in any illegal word. He has also denied the suggestions that the accused person was arrested without any reason. *In answer to the cross-examination on behalf of the accused person Md. A. Rahim, PW-2 states that at the time of occurrence they were on duty under the leadership of Flight Lieutenant Tohidul Islam and that some of them were with uniforms and some of them were in civil dress. PW-2 also states that the Nippon Sweater factory is in front of a rice-shop and that they did not go to the rice-shop. PW-2 admits that place of occurrence can be reached going across the rice-shop. Pw-2 does not know as to whether gas connection in the Sweater Factory continued at the time of occurrence. PW-2 further states that the rice- shop named Mohiuddin and Sons is situated on a singly storied building. PW-2 also states that after preparation of the seizure list on the spot, he let the accused person get into their transport and took them at RAB-1 office and handed over the accused persons to the Commanding officer of the RAB. PW-2 cannot remember when the accused persons were forwarded to the Police Station. PW-2 does not know as to whether the accused persons went to the place of occurrence to execute the order of their office. Pw-2 denies the suggestions that the Nippon Sweater had grudge against the accused persons and that they have revenged on them upon furnishing false information to the RAB and got the accused persons arrested by them. PW-1 also denies the suggestions that he told the Investigating Officer that he did not know about the fact of recovery of money. PW-2 also denies the suggestions that no money was recovered from this accused person or they have been used in a false case.* *PW-3 Mollah Md. Towhidule Islam, Wing Commander and Instructor, Command and Staff Training Institute,*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Bangladesh Air Force, States in his examination-in-chief that on 14.06.2007, he was the Assistant Director, RAB-1. Pw-3 further states that Managing Director of Nippon Sweaters Mr. Asaduzzaman Awlad complainant to him that A. and Rahim abd Md. Kamruzzaman, employee and officer of Titas Gas, demanded bribe for taka 15,000 from his company to provide gas connection and meter installation in the company and that a deal was made to pay money after gas connection. PW-3 further states that in presence of the witnesses, he along with his aide force, took shelter beside the place of occurrence and that after completion of the connection and at the eve of payment of the bribe money, he arrested the accused persons A. Rahim and Kamruzzaman. PW-3 also states that the seizure list was prepared by his aide force Sub-Inspector Abdul Wahab and thereafter Asaduzzaman Awlad lodged a FIR with Dakkhinkhan Police Station. *In answer to the cross-examinantion by the accused person Md. Kamruzzaman, PW-3 states that the Managing Director of Nippon Sweaters Mr. Asaduzzaman Asaduzzzaman Awlad did not make any written complaint to him and that before operation; they did not prepare any list of the trap money. PW-3 cannot remember as to whether he called on any person from the nearby shop named Mohiuddin and Sons or other shopkeepers to the spot. PW-3 states that Sub- Inspector Abdul Wahab made a seizure list of the recovered money and that he is not a witness of the seizure list. He also states that at this moment, the seized money has not been produced before him in Court. PW-3 further states that he did not make any identification mark on the seized notes. PW-3 admits the fact that he did not deliver the bribe money to the accused persons. PW-3 also admits that no person named Mohiuddin has been made witness of this case. PW-3 further admits that Kamruzzaman was an employee of Titas Gas and his identity*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		card was seized on the spot and that file of many customers of Titas Gas was also seized by the seizure list. PW-3 states that he did not scrutinize the seized files. PW-3 denies the suggestions that at the time of making seizure list, the accused person disclosed to him that the accused went to the spont to give reconnection of gas in the factory which was earlier disconnected in due process of law. PW-3 also denies the suggestions that the accused disclosed to him that the informant furnished untrue information and made arrangement to get the accused person arrested. PW-3 also denies the suggestions that the accused person asked him to scrutinize his documents. PW-3 admits the suggestions that the bribe money was not recovered from the person of the accused person Kamruzzaman. PW-3 claims that the accused person was involved with the occurrence at the time of recovery of the bribe money. PW-3 further denies the suggestions that the accused person Kamruzzaman is not involved with the bribe or he ordered for arrest of Kamruzzaman because of influence by the informant. PW-3 also denies the suggestion that Kamruzzaman did not demand the bribe or did not accept the bribe or he was subject to harassment by his order. *In answer to cross-examination by the account person A. Rahim, Pw-3 states that the informant made the complaint physically on the date of occurrence at about ½ pm. PW-3 also states that being the officer of the respective area, the a complaint complainant was made to him. He further states that the informant is not known to him. PW-3 denies the suggestions that the informant did not make the complaint a complainant physically. Pw-3 also denies the suggestions that the occurrence was not related to bribe or the numbers on the currency notes was not told to him. Pw-3 does not know as to whether the accused went to the case institution after gas connection to different customers. Pw-3 denies the suggestions*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		that the accused person did not demand any bride to the informant or no bride was given to him or he did not demand any bribe. Pw-3 denies the suggestions that the accused person tried to conceal the fact of his theft of gas and furnished untrue information to make this complaint. Pw-3 denies the suggestions that he has deposed to support false information furnished by the informant. *PW-4 Md. Fazlur Rahman states in his examination- in-chief that he was the Officer-in-Charge of Dakkhinkhan Police Station and on 15.06.2007 he received written FIR by the informant and also received the arrested accused persons A. Rahim, a Technician of Titas Gas and Kamruzzaman Sarker, Sub-Assistant Engineer of Titas Gas along with cash for 5000 and seized alamats as detailed in the seizure list and that hr filled up all the columns of the FIR form and recorded the case at 16.45 hour. PW-4 has identified the FIR form, Exhibit-2, his two signatures thereon, Exhibit-2(1) (2). He has also identified the FIR, Exhibit-3 and his signature on the FIR, Exhibit-3(1).* *In answer to the cross-examination on behalf of the accused persons, PW-4 states that the date of occurrence is no 13.06.2007 at about 16.45 hour and on 14.06.2007 at about 17.45 hour and that the case was filed at the Police Station on 15.06.2007 at 16.45 hour and that place of occurrence is ½ kn away from the Police Station. PW-4 admits the suggestion that not the FIR form does contain as to where the accused persons were kept before filing the FIR. PW-4 also admits that he has not given any note on the FIR form stating that the accused and seized alamats were produced to him at the time of filing the FIR. PW-4 also states that according to the Ejhar, the accused was arrested on 14.06.2008 at 17.45 hour. PW-4 denies the suggestions that he was irresponsible to record the FIR. PW-4 also denies the suggestions that he did not receive the accused persons, seizure list and the seized documents at*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		the time of filing the FIR. *PW-5 DM Asaduzzaman Awlad states in his examination-in-chief that he is the informant of this case while Md. Kamruzzaman and Md. A. Rahim are the accused persons of this case. PW-5 also states that the accused persons are respectively the Sub- Assistant Engineer and Technician of Titas Gas. He also states that his factory named and styled as Nippon Sweaters Ltd is situated at Chairman Bari, Dakkhinkhan, Dhaka. Pw-5 also states that in order to give gas connection, the accused persons demanded taka 15,000 to him and that on 10.06.2007 at about 4.00 pm, he went to Demra Office of Titas Gas Company and paid taka 2000/- to the accused person Kamruzzaman and that the accused person A. Rahim came to his office and took take 7000/- from his Assistant Accountant on 13.06.2007 at 1.45 pm. Rest Pw-5 also states that a deal was made to pay resp Tk. 6000/- would be paid on the date of giving gas connection. PW-5 further states that he informed the matter to RAB-1 and that the accused person came to his factory on 14.06.2007 at 3.00 pm to give gas connection and that the RAB personnel took shelter in civil dress beside his office. PW-5 further states that after giving gas connection, the accused persons Kamruzzaman and A. Rahim came to him. PW-5 was already at the place of gas connection. Pw-5 also states that they demanded rest Tk.6000/- to him while he informed them that the money was kept with his Manger Mokbul. PW-5 also states that Manager Mokbul was earlier given an amount of taka 5000 (five thousand) having 10 currency notes for Tk 500 (five hundred) each and contained into an envelope. PW-5 further states that the accused persons Kamruzzaman and A. Rahim took the envelope from Mokbul Hossain and strated counting the money then the RAB personnel appeared in the scene from hide and caught the accused persons red handed. PW-5 further states that the*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		accused persons were caught hold of beside his gas meter and in front of the shop named Mohiuddin and Sons. PW-5 also states that the accused persons were caught red handed with money and were taken to RAB office and that he also went to the RAB office. PW-5 also states that the RAB personnel asked him to lodge Ejhar with the Police Station. PW-5 went to the Police Station with Computer composed Ejhar and lodged the FIR. PW- 5 identifies his signature in the Ejhar, Exhibit-3(2). PW-5 identifies the accused persons on the accused doc. PW-5 denies the suggestions that he has made. His whole deposition from a note kept in his hand. PW-5 further states that he established Nippon Sweaters Ltd in 2003 and obtained gas connection in it in June/July, 2003 from governed company named and styled as Titas Gas Company. PW-5 further states that he took commercial gas connection. PW-5 admits the suggestions that the Titas Gas Company can disconnect gas line of a customer if any fraud in meter and meter tampering are detected. PW-5 cannot remember as to whether first gas connection was given in his factory on 07.06.2003. PW-5 denies the suggestions that his gas was disconnected for the offence of meter tampering or he was fined and gas was reconnected after realization of fine. PW-5 claims that the seal of the meter got affected by rain. PW-5 denies the suggestion that Kamruzzaman went to inspect his gas line on 20.03.2007 or found 8 (eight) seal of the meter to be broken or he recommended for disconnection of his gas line or his gas was disconnected on 09.04.2007 with allegations of meter tampering. PW-5 further states that he does not know as to whether his factory was fined Tk. 3,50,000 or any application was filed for reconnection. Pw-5 claims that he does not know the fact of application for reconnection to Badda office of Titag gas as the matter is looked after by other persons of his office. PW-5 claims that so far as his memory goes, the gas was

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		disconnected for default to pay bills and that the bills were paid and reconnection was given. Pw-5 denies the suggestions that as per instruction of his authority, kamruzzaman went to his factory on 04.06.2007 to give reconnection in his factory. PW-5 claims that Kamruzzaman himself makes gas connection. Pw-5 denies the suggestions that the Technician of Kamruzzaman made the connection. Pw-5 denies the suggestions that at the time of occurrence, Kamruzzaman was preparing a report regarding gas connection in a nearby hotel and that his persons called on him and inserted Tk. 5000 in his pocked or Rahim raised objection on the spot or local people raised voice or hearing shouting. Kamruzzaman came to the place of occurrence and asked the fact to the persons who arrested A. Rahim. PW-5 denies the suggestion that Kamruzzaman was arrested because of his queries to RAB about the cause of arrest of A. Rahim. PW-5 further states that he did not call on any nearby person on the spot at the time of the occurrence. PW-5 further states that he did not file any GD with Police Station regarding paying money on 10.06.2007 and 13.06.2007. PW-5 also states that he did not make any written complaint to the RAB. PW-5 also states that RAB made inventory in respect of the alleged currency notes and that he did not submit the inventory to this Court. PW-5 also states that he did not sign in the inventory but signed on the reverse of the currency notes. PW-5 admits that the FIR has cited the fact of Site Report Book and that he has signature on the Site Report Book. PW-5 admits the fact that reconnection was given on 14.06.2007. PW-5 also admits that earlier the gas line was kept disconnected. Pw-5 also states that the list of the consumer is signed by the Manager of Titas Gas and that the seized file was opened by Titas Gas to give gas connection in his factory. Pw-5 denies the suggections that Kamruzzaman detected many fault in his factory relating to gas connection

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		and meter tampering or he has been falsely implicated to take revenge. PW-5 denies the suggestions that the FIR is delayed by 23 hours to make a cooked fact. Pw-5 also denies the suggestions that the fact is untrue and as such no local Impartial person was informed of the fact. Pw-5 also denies the suggestions that he filed ant untrue case or deposes falsely or no money was recovered from the accused person.
		Learned Advocate for the accused person A. Rahim adopts the aforesaid cross-examinations and further cross-examines Pw-5. In answer to the cross- examination on behalf of the accused persen A. Rahim, Pw-5 states that his gas connection matters were looked after by his officials Mokbul Hossain and A. Salam. Pw-5 further states that he does not know as to whether the accused person went to give gas connection as per the instructions of his higher authority Pw-5 denies the suggestion that on 13.06.2007, the accused person did not go to his office or he did not take any money on the date of occurrence from his person. PW-5 further denies the suggestions that he cooked a fact to escape from his misdeeds. PW-5 denies the suggestions that no money was recovered from this accused person A. Rahim from the place of occurrence. Pw-5 also denies the suggestions that he deposes falsely.
		PW-6 Md. Mokbul Hossain states in his examination- in-chief that in 2007 he was the Manager of Nippon Sweaters and that being directed by his Managing Director Dewan Mohammad Asaduzzaman, he on 14.06.2007 at about 5.45 pm delivered an envelope Techniciand to the Twehnician A. Rahim and that the envelope contained 10 (ten) currency notes for Tk 500 each. Pw-6 also states that while A. Rahim opened the envelope and started counting the money, RAB Members, lurking beside the spot, caught hold of him and prepared a seizure list. Pw-6 also states that he is a witness of the seizure

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		list. PW-6 identifies his signature in the seizure list, Exhibit-1(3). *Learned Advocate for the accused person Kamruzzaman declined to cross-examine PW-6.* *In answer to cross-examination by the accused person A. Rahim, PW-6 states that on the date of occurrence, he reached his office at about 9.00 am and remained in the office till about 10.00 pm. PW-6 further states that his MD came to the office in the morning and left the office after 10.00 pm. PW-6 admits the fact that the gas line of the factory was disconnect at several occasions and that the company paid fine for gas line. PW-6 further states that to his knowledge, gas line was disconnected for dues of gas bills. Pw-6 denies the suggestions that the gas line was not disconnected for dues of bills. PW-6 does not know as to whether gas line of the factory was ever disconnected for mater tampering. PW-6 does not know as to whether the accused person reached at the place of occurrence in response to the order of the authority or on the call of the employees of the company. Pw-6 denies the suggestions that he did not give money to the accused person or the accused was not apprehended at the time of counting money or the accused person did not demand money to them or the accused did not receive money from the informant. Pw-6 also states that on the date of occurrence, he went to the RAB office from his office. PW-6 also states that the MD and many others also went to the RAB office. Pw-6 denies the suggestions that the accused was kept in the RAB office for 24 hours and during the time the story of recovery of money was created. Pw-6 denies the suggestions that he has deposed falsely as per the direction of his MD and to conceal his own offence.* *PW-7 Md. Zahid Hossain, now Deputy Director, Head office, ACC, states that he was Assistant Deputy Director and was assigned with the investigation of this case on 17.06,2008*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		and took the case record from the previous Investigating Officer. He visited the place of occurrence and recorded the statements of the witnesses under section 161 of the Code of Criminal Procedure. PW-6 found proof of involvement of the accused persons with the offence and submitted memo of evidence on 24.02.2009 to the Anti-Corruption Commission recommending charge sheet against both the accused persons for the under section 161 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 and that thereafter accorded sanction from the Commission to file Charge sheet against the accused persons. Pw-7 forwarded the charge sheet to the Court on 08.05.2009. Pw-7 has identified the sanction letter dated 22.04.2009 by the Commission to file charge sheet against the accused person, Exhibit-4. *In answer to the cross-examination on behalf of the accused person Kamruzzaman, PW-7 states that tont the occurrence dated 14.06.2007 took place in frot of a rice-shop named Mohiuddin and Sons and that he did not testify the rice-shop owner at the time of investigation. Pw-7 also states that he did not testify the FIR cited Assistant Accountant Mohammad Ali. Pw-7 further states that no officer of the factory made any statement to him regarding payment of money on 10.06.2007 and on 13.06.2007. PW-7 admits the fact that at the time of arrest of the accused persons on 14.06.2007, identity card of the accused persons, a Site Report, 7 (seven) file cover of Titas Gas Transmission and Distribution and a black bag were recovered from the accused persons. PW-7 did not testify the genuineness of the identity cards and that he found in his investigation that the accused persons were the employees of Titas Gas. Pw-7 also states that during investigation, he did not visit the office at Demra of Titas Gas. Pw-7 admits the fact that the seized Site Report contains the fact that RMS with Cabinet be reconstructed on 14.06.2007 at*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		16.00 hour and that the report contains the signature of accused person Sub-Assistant Engineer and that amongst the 07 files, a files belongs to M/S Nippon a sweaters of contains Sweatera Ltd and that the work list cotains the signature of the Manager of Titas Gas. PW-7 admits the suggestions that the file belonging to the name of Nippon Sweaters contains details descriptions of the service provided to the customer and that the file contains the facts of meter tampering and so many other allegations against the Nippon Sweaters regarding connection, tampering and penalty. PW-7 admits the suggestions that he has mentioned in the charge sheet that at the time of making report by the accused person Kamruzzaman in a nearby Jhupri (tiny) hotel, a person of Nippon Sweaters at about 17.30 hour called on Technician Abdur Rahim and took him away and inserted taka into his pocket and dunking RAB members, larking previously, arrested Abdur Rahim. Pw-7 also states that he has stated in his charge sheet that hearing shouting, Sub-Assistant Engineer Kamruzzaman asked the RAB personnel the cause of arrest of Abdur Rahm and that the RAB personnel immediately arrested him. PW-7 also states that witness Abdul Wahab, in his statement under section 161 of the Code of Criminal Procedure, has stated to him that he does not know as to why money was given and taken. PW-7 also states that Abdul Wahab did not claim to him that Abdur Rahim and Kamruzzaman claimed money to provide gas connection to the factory. PW-7 further states that Abdul Wahab did not claim to him that the two officers were caught red handed and that Abdul Wahab did not claim to him the fact making inventory by him. PW-7 further states that Abdul Wahab told him the fact of making seizure list. PW- 7 did not find any information regarding making aby inventory. PW-7 also states that PW-1 in his statement to him under section 161 of the Code of Criminal Procedure told that the place of occurrence was not

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		visible from his shop. Pw-7 also states that PW-1 told him that he did not see any give and take of money. PW-7 also states that according to the FIR, the accused persons were arrested on 14.06.2007 at 17.45 hour and were taken to the RAB office and that according to the FIR, the accused persons were handed over to the Police Station on 15.06.2007 at 16.45 hour. PW-7 further Previous states that neither he nor his precious Investigating officers forwarded the accused persons in court to record their confessional statements. PW-7 denies the suggestions that the informant was aggrieved by the accused person Kamruzzaman and took part in unholy collousion with RAB officers and filed a false case against him. PW-7 also denies the suggestions that the statements of the FIR is untrue or the charge sheet is mechanical.
		In response to the cross-examination on behalf of accused person Abdur Rahim, PW-7 denies the suggestions that the seized money was not recovered from Abdur Rahim.
		The accused person DW-1 Md. Kamruzzaman Sarker states in his examination in chief that he is now an Assistant Engineer in Titas Gas Transmission and Distribution Company and that he worked in his officer on 11.06.2007 and that on 11.06.2007 and 12.06.2007, he was out of the station for official works. DW-1 came to his office on 12.06.2007 and the dispatch department of his office handed over him some files including the file of informants factory named Nippon Sweaters and he was asked by his office to do a task and he asked Technician Abdur Rahim to collect materials from treasury who collected material and that on the next date i.e. on 14.06.2007 they stared from office for different officers including Nippon Sweater to provide connection/reconnection and that at about 3.00 hour they went to the alleged factory named Nippon Sweaters and made reconnection. DW-1 also states that he prepared the report sitting in a Jhupri (tiny)

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		hotel and asked a person of Nippon Sweater to get the report signed by the MD of the company and he got the report signed by the MD. DW-1 also states that the person told him that the MD asked him to make over the RMS. After some time, his office- driver Shahjahan told DW-1 that Abdur Rahim Rahim was arrested by RAB. DW-1 put the files together and went to the place and found two persons holding two hands of Abdur Rahim. DW-1 asked the reason of the arrest and he showed DW-1 a nearby RAB officer. DW-1 went to the RAB officer and asked the reason of arrest of Abdur Rahim when he asked his (DW-1) identity. DW-1 disclosed his identity to the RAB officer when the RAB officer took him to Abdur Rahim and disclosed that Rahim took money for works. He also told the DW-1 that they had intentionally stopped gas line of Nippon Sweaters for 2/3 months. DW-1 also states that a nearby person was telling that they (DW) have damaged him. DW-1 showed the file of Nippon Sweater to the RAB officer and told that he got the file on 13.06.2007 from his office to execute works. In response to the beckoning of the RAB officer, he was apprehended and the RAB officer slapped on his left ear. DW-1 also states that after some time of the occurrence, they were taken to the RAB office and they were interrogated till deep of night and that in the afternnon of the next day, they were again taken in front of Nippon Sweater and a person got into the transport and that the RAB officer handed over a typed paper to the person and asked him to read and that the person signed the paper DW-1 also states that from his signature, it was know that the person was Asaduzzaman Hawladar, DW-1 also states that thereafter they were taken to Dakkhinkhan Police Sation and they remained in the police station all the night long. DW-1 denies the fact of taking money on 20.03.2007 10.03.207. DW-1 also states that he at first visited Nippon Sweater on 20.03.2007 and filed a report against the institution and he was offered 40/50

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		thousand taka and was asked not to enter into the RMS room but he refused the proposal. DW-1 also states that the case was filed against him out of grudge. *In response to the cross-examination on behalf of the prosecution, DW-1 denies the suggestions that he has been carrying a small piece of paper in his hand or he has given examination-in-chief with the help of the paper. DW-1 denies the suggestions that they took bribe for taka 5000 from the informant. He has further denied the fact that after taking bribe he was arrested by RAB. DW-1 also denies the suggestions. That an amount of taka 5000 was recovered by RAB from him and his companion. DW-1 also denies the fact that the recovered money was seized on the spot under a seizure list in presence of the witnesses. DW- 1 also denies the fact that he has deposed falsely to escape from conviction.* *DW-2 Md. Abdur Rahim states in his examination- in-chief that he went on retirement as a Technician of Titas Gas Trabsmission and distribution Company. DW-1 further states that he was deployed in Demra Office and on 13.06.2007 he performed his duties at his office and he made ready of the papers of reconnection of 7 (seven) files and visited the site on14.06.2007 and that they visited Nippon Sweaters at about 3.00 hour and provided reconnection in the factory and accompanied Kamruzzaman in a Jhupri hotel nearby the factory and report was written there and suddenly a person told him that RAB persons on civil dress were calling him. DW-2 followed the person and went to the place. DW-2 was given no chance to talk and he was caught and was handcuffed. DW-2 further states that while he went to RAB from the hotel, Kamruzzaman had been. Sitting there. DW-2 also states that after being handcuffed, Kamruzzaman came to the place and he was soon handcuffed by the RAB personnel. DW-2 also states that they were boarded into the RAB van and*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		were taken to the RAB Office. On the Nest morning, they were taken to the Police Station and after one day, they were sent to the Jail custody. *In response to the cross-examination on behalf of the prosecution, DW-2 denies the suggestions that he was arrested by RAB for taking bribe for taka 5000. DW-2 further denies the suggestions that on 14.06.2007 he and Kamruzzaman were caught red handed by RAB while taking bribe for taka 5000 after providing gas connection to informant's factory named Nippon Sweaters. DW-1 also denies the suggestions that he deposed falsely to save him.* *These are all the evidence in record.* *Amongst the 7(seven) PWs examined, PW-1 Md. Shafiqul Islam is a seizure list witness who has identified the seizure list and his signature thereon. In his cross-examination, he has very candidly revealed the vital fact of this case. He is a shopkeeper and his shop is 5/7 shop away from the Nippon Sweaters factory. He has candidly stated in his cross-examination that a RAB officer called on him and took him to the place of occurrence and that he found many people on the spot ant found the two accused persons under handcuff. He also asserts that the RAB officer at first did not ask him to sign the seizure list. An envelope kept in the hand of accused person was shown to him. PW-1 opened the envelope, counted the money and found 10(ten) currency note of Tk. 500 each and thereafter signed the seizure list. His evidence is established by the cross-examination of the defense. Learned Advocate for the accused person Md. Kamruzzaman by way of cross-examination of the Investigating Officer PW-7 Md. Zahid Hossain, attempts to prove that evidence by this witness before this Court is inconsistent with his statement under section 161 of the Code of Criminal Procedure. But I have very minutely gone through the statement of this witness given by him to the*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Investigating Officer under section 161 of the Code of Criminal Procedure and hold that his statement given to the Investigating Officer is very much consistent with his evidence in Court. The position of the Investigating Officer, in this case suffers from nepotism towards defense and we shall definitely discuss the matter while discussing his evidence. Having gone through evidence led by seizure list witness PW-1 Md. Shafiqul Islam, this Court holds that he is an independent and impartial ocular witness of search and seizure of the recovered bribe money and his evidence inspires credibity to this Court and that his evidence could not be shaken by way of cross-examination. *PW-2 Sub-Inspector Md. Abdul Wahab Sarker is a member of the trap party laid by RAB and he has asserted in his evidence that on the basis of secret information, he went to the place of occurrence on 14.06.2007. He has also asserted that the accused persons Kamruzzaman and Adur Rahim being the officer/employee of Titas Gas Company demanded bribe to give gas connection to Nippon Sweater factory and that they were caught red handed on the spot. He has also asserted that an amount of taka 5000 (five) thousand kept in an envelope was found in the possession of A. Rahim. PW-2 in this evidence has given datailed description of the seized articles. He has specifically stated the numbers of the recovered currency notes and has identified the same before this Court and the currency notes, tendered in evidence, have been duly exhibited. In his cross- examination, source of his knowledge about the information of the occurrence has been seriously contended. Having gone through entire evidence in record, it appears that the information of alleged bribery was given to RAB-1. The RAB-1 Commander Might have not disclosed the fact to this PW-2 for which he might have claimed the source of information to be secret. The defense by way of cross-*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		examination of this witness has put forwarded his own case which this witness has denied. PW-2 executed the search and apprehended the accused persons on the spot and recovered the bribe money from the person of accused A. Rahim and a seizure list was prepared on the spot. I find no cognizable inconsistency in the evidence of this witness. PW-2 is the person who apprehended the accused persons on the spot and recovered the bribe money from the person of A. Rahim and seized the recovered article and made the Seizure list under his own signature. *PW-3 Wing Commander, Bangladesh Air Force, Mollah Md. Tohidul Hassan was the CO of RAB-1 and the trap was laid at the place of occurrence under his leadership. Managing Director of Nippon Sweaters Asaduzzaman Awlad informed him that A. Rahim and Md. Kamruzzaman being employee and officer to Titas Gas Company demanded bribe for taka 15,000 to him to gave gas connection in his company. PW-3 has also asserted that in terms of the information, he along with his forces took shelter beside the place of occurrence and after connection of gas, they apprehended the accused persons A. Rahim and Kamruzzaman in presence of the witnesses and that seizure list was prepared on the spot by his aide force SI Abdul Wahab and that a FIR was lodged by the informant at Dakkhinkhan Police Station. PW-3 in his cross-examination on behalf of accused person Md. Kamruzzaman admits the fact of seizure of some customer-files of Titas Gas Transmission and Distribution Company. He has further admitted that bribe money has not been recovered from the person of Kamruzzaman but at the time of recovery of the bribe money he was involved with the occurrence. PW-3 has denied other suggestions put to him by the defense. On careful scrutiny of the evidence led by PW-3, it appears that the informant disclosed the fact of demand of bride by the accused person to*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		this RAB CO and thereafter he laid the trap and that both the accused persons were caught red handed on the spot and that the bribe money was recovered from the person of accused A. Rahim in presence of witnesses, Evidence led by PW-3 has not been shaken by way of cross- examination of the defense. *PW-4 Md. Fazlur Rahman was the Officer-in- Charge of Dakkhinkhan PS and on 15.06.2007 at about 15.06.2007; he received the accused persons, seizure list, seized articles and recorded the FIR. The defense cross-examined him at length but failed make out any material discrepancy.* *PW-5 DM Asaduzzaman Awlad has claimed in his evidence that the accused persons Md. Kamruzzaman and A. Rahim demanded bribe for taka 15000 to him to give gas connection in his factory and that he informed the fact of demand of bribe to RAB-1. PW-5 has further claimed that he on 10.06.2007 at 4.00 pm went to Demra Office of Titas Gas and gave taka 2000 to accused person Kamruzzaman. But his claim on this particular point is not supported by the version of his own FIR. He has claimed in his FIR that on 10.06.2007 Kamruzzaman came to his office and took taka 2000 from his Assistant Accountant Mohammad Ali. In view of the said position, evidence led by PW-5 regarding payment of money on 10.06.2007 is not acceptable. PW-5 has also asserted the fact that on 13.07.2007 at about 1.45 pm accused person A. Rahim came to his office and took away taka 7000 from his Assistant Accountant. PW-5 has further asserted that a deal was made to pay the rest money at the time of providing gas connection. PW-5 has also asserted that on 14.06.2007 at about 3.00 pm, the accused persons came to his factory while the RAB personnel took shelter nearby places in civil dress. PW-5 also asserts that after providing gas connection, the accused persons came to him. He was present at the place of gas connection. PW-5 further asserts that the accused persons*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		demanded rest taka 6000 to him while he told that the money was kept to his Manager Mokbul Hossain. PW-5 further states that Mokbul was present there who handed over taka 5000 kept into an envelope to the accused persons Kamruzzaman and A. Rahim and they received it and started counting the currency notes and that the RAB personnel appeared to the scene and caught the accused persons red handed. PW-5 has also asserted that the place of recovery of the bribe money was beside his gas- meter which is in front of a rice-shop named Mohiuddin and sons. PW-5 has been cross-examined at length touching the case of the defense. We have very carefully scrutinized the evidence of PW-S and hold that he has concealed some facts regarding disconnection, reconnection of his meter and penalty awarded to him in respect of meter connection. We have also not accepted his evidence regarding his allegation of the first payment of bribe to the accused person Kamruzzaman. This Case was taken to the Honorable High Court Division by the accused person Kamruzzaman and after a long legal battle of 5(five) years, this case was sent back to this Court for trial and the informant led his evidence. Human memory relating to incidental facts may be faded by elapse of time. But having gone through evidence led by PW-5, I candidly hold that he has very successfully asserted the facts relating to demand of bribe, acceptance of the same and recovery of the bribe money by trap and his evidence on these points have not been disproved by way of cross-examination. *On the date of occurrence, PW-6 Md. Mokbul Hossain was the Manager of Nippon Sweaters. PW-6 has asserted the fact that on 14.06.2007, at 5.45 pm, he handed over an envelope containing 10 (ten) currency notes to Abdur Rahim and that while Rahim was counting the money, RAB caught hold of him and prepared a seizure list on the spot and that he signed the seizure list. PW-6 has been crossed examined in*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		details on behalf of the accused person A. Rahim touching his own defense and he has denied material allegations relating to the charges of this case. *The Investigating Officer PW-7 Md. Zahid Hossain, now Deputy Director, Anti-Corruption Commission, Head Office, Dhaka, has asserted in his examination-in-chief that during investigation he found involvement of the accused persons with the offence and he filed memo of evidence to the Commission recommending charge sheet against the accused persons.* *We have observed earlier that Learned Advocate for the accused person in his argument has claimed that the Investigating Officer in his investigation report has disowned the case of the prosecution and as such sanction by the Commission to file charge sheet against the accused persons was illegal and abuse of power and the accused persons are entitled To get acquittal.* *We want to produce here the relevant part of the investigation report which reads as follows, "কাজ শেষে ১৭.৩০ মিনিটে পার্শ্ববর্তী ঝুপড়ী হোটেলে রিপোর্ট তৈরীর সময় নিপ্পন সোয়েটার্স এর এক ব্যক্তি টেকনিশিয়ান আঃ রহিমকে বাইরে ডেকে নিয়ে পকেটে টাকা ঢুকিয়ে দিলে পূর্ব থেকে ওৎ পেতে থাকা র‌্যাবের লোকজন আঃ রহিমকে গ্রেফতার করে। হৈ চৈ শুনে উপ-সহঃ প্রকৌশলী কামরুজ্জামান র‌্যাবের লোকজনদের সাথে আঃ রহিমকে গ্রেফতারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাকেও র‌্যাবের লোকেরা গ্রেফতার করে। এরপর সারা রাত র‌্যাব-১ কার্যালয়ে রেখে পরদিন দক্ষিণখান থানায় নিপ্পন সোয়েটার্স এর মালিক বাদী হয়ে এই মামলা রুজু করেন।"* *The Investigating Officer PW-5 in his cross-examination by the learned Advocate for the accused person Md. Kamruzzaman Sarker has admitted aforesaid facts of the charge sheet to the effect, "আমি চার্জশিটে উল্লেখ করেছি যে, আসামী কামরুজ্জামান পাশ্ববর্তী ঝুপড়ি হোটেলে রিপোর্ট তৈরী করার সময় ১৭.৩০ ঘটিকায় নিপ্পন সোয়েটার্সের এক ব্যক্তি টেকনিসিয়ান আব্দুর রহিমকে ডেকে নিয়ে প্যাকেটে টাকা ঢুকিয়ে দিয়ে পূর্ব থেকে ওৎ পেতে থাকা র‌্যাবের লোকজন আব্দুর রহিমকে গ্রেফতার করে।*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আমি আমার অভিযোগ পত্রে আরো উল্লেখ করেছি যে, হৈ চৈ শুনে কামরুজ্জামান র‌্যাব এর লোকজনের সাথে আব্দুর রহিমকে গ্রেফতারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাকেও র‌্যাবের লোকেরা গ্রেফতার করে।" *If aforesaid version of the investigation report and aforesaid quoted part of the evidence by the Investigating officer stand true, no charge sheet can be filed against the accused persons. Who told the Investigating Officer about the aforesaid fact? Who told him that a person called on A. Rahim from the Jhupri hotel and inserted money in his pocket? Who told him that hearing shouting Kamruzzaman asked the RAB personnel about the arrest of A. Rahim and RAB also arrested him? Answers of these three "Who" are to be probed into the materials submitted by the Investigating officer with his investigation report. The Investigating officer is not an ocular witness of any facts of this case. His knowledge about the facts of this case is from the statements of witnesses under section 161 of the Code of Criminal Procedure and from the documents seized in connection with this case. The seized documents do not support aforementioned facts. Statements of total 5 (five) witnesses, under section 161 of the Code of Criminal Procedure, have been recorded in this case and all the statements have been recorded by this Investigating Officer, On careful scrutiny of the statements of the witnesses under section 161 of the Code of Criminal Procedure recorded by this Investigating Officer, this Court holds that none of the witnesses disclosed to him the aforesaid facts as stated in the charge sheet and evidence quoted above, Rather their statements are almost consistent with the evidence led by them in this Court. The Investigating Officer has given charge sheet against the accused persons and at the same time has imported unwarranted and untrue disturbing features in his report to give benefit to the accused persons. Having gone through the evidence led by DW-2 A. Rahim, I hold that this accused*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		person also does no claim that money was inserted by someone into his pocket on the date of occurrence. DW-2 is mum about the recovery of the bribe money from his possession but claims that false case has been filed against him. Having gone through the facts and surrounding circumstances of this case, I hold that before filing the investigation report, the Investigating Officer Md. Zahid Hossain was extremely biased by the accused person Md. Kamruzzaman Sarker and the Investigating Officer was in deep collusion with the said accused to prepare a charge sheet having elements of acquittal in it and he has so done. Bui his aforesaid version of charge sheet is not any supported by nay element, oral or documentary, collected by him during investigation. Moreover, according to the FIR, Mohammad Ali, an Assistant Accountant of Nippon Sweaters factory, is a witness to prove the payment of first phase of the bribe money. Because of illegal collusion with the said accused person, Investigating Officer Md. Zahid Hossain has not examined said Mohammad Ali and did not cite him as witness of this case. This effort is the W also an attempt to give benefit to he defense. We are extremely dissatisfied with the conduct of the Investigating Officer Md. Zahid Hossain and recommend the Anti-Corruption Commission to take legal action against him for this grave offence. *As the Investigating Officer is not an ocular witness of this case and as he has not collected any material to substantiate his aforementioned version of the investigation report and as he is a formal witness and as he has filed charge sheet against the accused persons, I hold that his above quoted version of the charge sheet and his above quoted oral testimony shall not affect the merit of this case and that the fate of this case shall be decided on the strength of both oral and documentary evidence recorded by this Court.* *The defense by way of examination of the DW-1 and*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		DW-2 has claimed that the accused persons being directed by their legal authority went to the Nippon Sweaters factory on the date of occurrence to give reconnection of gas line in the factory and that they are not involved with the offence of alleged bribery and that they are victims of the grudge of the informant because of their adverse relation with the informant regarding imposition of a penalty to the factory on the basis of a report by the accused person Md. KamruzzamanSarker. Having gone through the seized documents, I hold that earlier Nippon Sweaters was subject to disconnection of the gas line and also subject to fine for various allegations. But it does not justify the case of the defense that the accused person did not take bribe or the case has been filed out of grudge. Learned Advocate for the defense has emphasized that the accused person went to the place of occurrence to perform their duties and as such it cannot be presumed that they went to the spot to take bribe. On this point, I hold that it is the common scenario of this society that the owners of this republic, against their will, have to pay bribe to get their legitimate services from govt./semi-govt./ autonomous organizations/other govt. functionaries and these servants of the republic go to provide legitimate services to the citizens but often they ate found taking bribe. Therefore, it is not so essential to identify as to whether accused person visited the place of occurrence to perform their official duties, What is to be asserted is that as to whether the accused person demanded any bribe to give alleged gas connection and as to whether allegations against them are proved or not. We disbelieve the case of the defense regarding their claim of non-involvement with the alleged offence. *Having gone through the evidence of the informant PW-5 DM Asaduzzaman Awlad, it is proved by direct ocular evidence that the accused persons A. Rahim and Md.*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Kamruzzaman demanded bribe for taka 15,000 to the informant and the informant made allegations to RAB-1. PW-3 Mollah Md. Tohidul Islam, Assistant Director, RAB has proved the fact that the informant told him that the accused persons demanded bribe for taka 15,000 to the informant. The informant is his evidence in Court has further proved the fact that after giving gas connection on 14.06.2007, the accused persons Kamruzzaman and A. Rahim came to him and demanded rest Tk. 6000 of the bribe money. Therefore, demand of bribe money by the accused persons to the informant is proved by way of direct evidence as well as circumstantial evidence. *As the FIR cited witness Mohammad Ali has not been cited in the charge sheet by the Investigating office as witness, the fact of giving bribe for taka 2000 on 10.06.2007 to the accused person Md. Kamruzzaman and fact of giving bribe for taka 7000 to the accused person A. Rahim by said Mohammad Ali has not been proved for want of direct oral evidence. It be noted here that charges against the accused persons were framed only with the allegations that on 14.06.2007 at about 17.45 hour, the accused persons took bribe for taka 5000 from the s Manager of the informant.* *Having gone through the evidence led by PW-1, PW-2, PW-3, and PW-5, I hold that they have given corroborative evidence to the effect that the accused persons were apprehended by the personnel of RAB on 14.06.2007 at 17.45 hour from the place of Occurrence situated nearby Nippon Sweaters Company and in front of a rice- shop named Mohiuddin and Sons and bribe money for taka 5000 along with some customers files, Site Report Book and a black colored bag were recovered from them. Evidence led by Pw-6 Md. Mokbul Hossain makes it specific that bribe money was given by him and that the money was handed over to accused person*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		A. Rahim and as soon as Rahim stared counting the money, RAB apprehended him. Evidence led by PW-1, Pw-2 and PW-3 prove the facts that both the accused persons were apprehended on the spot and the bribe money was recovered from the person of the accused person A. Rahim while accused person Kamruzzaman was with him and that RAB also seized some files from Kamruzzaman from the spot. Seized money and other articles have been produced for inspection of this Court and the seized money and the articles have been duly admitted in evidence. *Having gone through the evidence in record and taking into consideration of the surrounding circumstances of this case, I hold that both the accused persons demanded bribe to the informant and that a trap was laid by RAB and that accused persons A. Rahim and Kamruzzaman were arrested by the trap party on the spot while giving and taking bribe and that at the very moment of arrest, the bribe money was recovered from the person of the accused person A. Rahin). The facts and circumstances, helps to presume that both the accused persons Rahim and Md. Kamruzzaman accepted the bribe money for taka 5000 (five thousand) though at the very moment of apprehending the accused persons, the bribe money was found in the possession of the accused person A Rahim.* *Therefore, the prosecution succeeds to prove the fact of demand of bribe, it acceptance and recovery of the bribe money from the possession of the accused persons.* *In view of aforesaid discussions, I hold that the prosecution has succeeded to prove the charge under section 161 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against both the accused persons Md. Kamruzzaman Sarker and A. Rahim beyond reasonable doubts.* *Titas Gas Transmission and Distribution Ltd is a fully government owned public limited company and its share*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		capital is held by the Government and that salaries and other service benefits of the employees/ officers of this Company are given from the fund of this company. Resultantly, the accused persons Md. Kamruzzaman Sarker and A. Rahim are deemed to be public servants within the description given under section 21 of the Penal Code.
		Accused persons being the public servants, by corrupt and illegal means and abusing their position as public servants, obtained gratification from the informant to provide gas connection to the factory which the accused persons are obliged to do as their duties in their official capacity and as such they have committed offences under section 161 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.
		But section 26 of the General Clauses Act, 1897 Provides to the effect,
		"Where an act or omission constitutes an offence under two or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments, but shall not be liable to be punished twice for the same offence."
		In view of aforesaid circumstances, I hold that the accused persons shall be only sentenced under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.
		Having gone through the evidence in record, it appears that both the accused persons are on equal footing committing the offence. Resultantly, I deem it fit that each of the accused persons shall be sentenced to rigorous imprisonment for five years and with fine for taka 25,000 (twenty five thousand).
		Hence, it is
		ORDERED
		That the prosecution has succeeded to prove the charges under section 161 of the Penal Code, 1860 And under section

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against the accused persons namely, 1) Md. Kamruzzaman Sarker and 2) Md. A. Rahim beyond all reasonable doubts and they are found guilty and convicted under aforesaid laws. *Each of accused persons Md. Kamruzzaman Sarker and Md. A. Rahim be sentenced under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 to rigorous imprisonment for a period of 5 (five) years with fine for taka 25,000 (twenty five thousand) and in default to pay the fine, each of them shall suffer further rigorous imprisonment for three months.* *The period during which the accused persons were in custody prior to this conviction, shall be deducted from the above period of imprisonment.* *Subject to expiry of the period of appeal, seized documents shall be returned to the respective offices wherefrom the documents were seized/called for.* *After expiry of the period of appeal, let the seized money be handed over to the informant.* *Send the convict-accused person Md. Kamruzzaman Sarker in jail custody under conviction warrant.* *Accused person Md. A. Rahim is fugitive. Issue warrant against him. Sentence of accused person Md. A. Rahim shall commence to run from the date of his arrest or surrender as the case may be.* *Let a copy of this judgment and order along with the copy of FIR, Charge Sheet, evidence of the witnesses, statements of the witnesses under section 161 of the Code of Criminal Procedure be sent to the Chairman Anti-Corruption Commission, Head Office, Dhaka for legal action against the Investigating Officer Md. Zahid Hossain, now Deputy Director, Anti-Corruption Commission, Head Office, Dhaka.* *For information and necessary action, let a copy of this order be sent to:*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		1. Secretary, Anticorruption Commission, Head office, Dhaka. *2. Managing Director, Titas Gas Transmission and Distribution Company Limited, Dhaka to take legal steps against the convict accused persons.* *3. Learned Chief Metropolitan Magistrate, Dhaka.* *4. Learned District Magistrate, Dhaka.* *Composed & Corrected by me.* *Sd/- Shaikh Nazmul Alam Special Judge (District & Sessions Judge) 4th Special Judge, Court, Dhaka.* *Sd/- Shaikh Nazmul Alam Special Judge (District & Sessions Judge) 4th Special Judge, Court, Dhaka. 11.10.2020* **ঘটনার তারিখ বিগত ইংরেজী ১৪.০৬.২০০৭। সময় ১৪:৪৫। আসামী কোর্টে চালান করা হয় বিগত ইংরেজী ১৬.০৬.২০০৭ তারিখে। আটকের ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে উপস্থাপনের বিধান থাকা সত্ত্বেও কেন তা করা হয় নাই এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপক্ষ কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। বিচারিক আদালতও এতদবিষয় বিবেচনায় নেন নাই।** **স্বীকৃত মতেই, এটি একটি ফাঁদ মামলা। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ১৬ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** *১৬(১) দুর্নীতি প্রতিরোধের নিমিত্তে আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধের জড়িত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে হাতে নাতে ধৃত পরিবার উদ্দেশ্যে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার এর অনুমোদন ক্রমে তৎকাল কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফাঁদ মামলা (ট্র্যাপ কেস) প্রস্তুত করিতে বা পরিচালনা করিতে পারিবেন।* *(২) ফাঁদ মামলা তদন্ত কার্যক্রম কেবল তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পন্ন করিতে হইবে।* **দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর উপরিল্লিখিত বিধি-১৬**

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, কেবলমাত্র তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার এর অনুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তাই ফাঁদ মামলা প্রস্তুত বা পরিচালনা করতে পারবেন।

কিন্তু আলোচ্য অত্র মোকদ্দমায় সংবাদদাতা ডি.এম আসাদুজ্জামান আওলাদ মৌখিক সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব কর্মকর্তাগণ দুর্নীতি দমন কমিশন হতে কোন প্রকার ক্ষমতা/অনুমতি ব্যতিরেকে ফাঁদ মামলা পরিচালনা করেন।

মোঃ আঃ ওহাব সরকার পি, ডাব্লিউ- ২ হিসেবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, *“গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণখান থানাধীন মাষ্টার প্লাজার সামনে সইটার ফ্যাক্টরী নাম-নিককন সইটার সেখানে যাই। ফ্যাক্টরীর গ্যাস সংযোগ দেওয়ার জন্য ২ জন লোক একনজJআঃ রহিম, অপর জন কামরুজ্জামান তারা তিতাস গ্যাস এর কর্মচারী বা কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে টাকা দাবী করে। ঐ দুইজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে হাতে নাতে ধৃত করেছি। আসামী আঃ রহিমের কাছে ৫০০০/= টাকা পাই খামের মধ্যে। তাহাদের কাছে একটি ব্যাগ পাওয়া যায় কালো রং এর। একটি সাইট প্রতিবেদন বই পাওয়া যায় ঐ ব্যাগে। সাতটি ডিস্ট্রিবিউশন বই পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রাহকের। দুইটি আইডেন্টি কার্ড পাওয়া যায়। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে একটা ইনডেনটরী তৈরী করা হয়। উদ্ধারকৃত টাকার মধ্যে ৫০০/-টাকা দশটি নোট নং-খব-৪৫২০৩০৯, প-৬৭০৬২৬০, খ □া-৯৭৭৫৬২৭, ক খ- ০৯৮৩৮১৫, খঞ ৮২৪৮১১৩, ও-১৩৮৮৮১৫, খ ক-৫১২১৯১৯, ক ক-১৫৫৬৫৩১ ক শ ২৫১৮৬৮৭, ল-৮১০৪৪৮৩, সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করি ও আমি নিজে স্বাক্ষর দেই সেই সিজার লিষ্টে। ইহা সেই সিজার লিষ্ট যাহা ইতমধ্যে এক্সি-১ হিসাবে প্রমান চিহ্নিত হইয়াছে সেখানে ইহা আমার স্বাক্ষর এক্সি-১/২। ইহা সেই কালো হাত ব্যাগ যাহার গায়ে টিনের ষ্টিকারে Wolves Ving Leather ঢালাই কৃত লিখা আছে। বস্তু প্রদর্শনী-1, ইহা ৫০০/- টাকার দশটি নোটি নং উপরে উল্লিখিত হইয়াছে বস্তু প্রদর্শনী-||সিরিজ, ইহা দুইটি পরিচয় পত্র, একটিতে মোঃ কামরুজ্জামান সরকার,ড নং-০০৯৮৭, অপরটি মোঃ আবদুর রহিম, (২) কোড নং-০৭৫৭১ -বস্তু প্রদর্শনী-III সিরিজ।”*

উপরিল্লিখিত সাক্ষীর জবানবন্দি হতে এটি প্রতীয়মান যে, ফাঁদ মোকদ্দমাটি দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমারা ২০০৭ এর বিধি ১৬ ভংগ করে পরিচালনা করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি-৪ মোতাবেক

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		থানায় অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে কোন বাধা নাই তবে সংশ্লিষ্ট থানা অভিযোগ প্রাপ্তির পর অভিযোগ রেজিস্ট্রী ভুক্ত করে অনধিক দুই কার্য দিবসের মধ্যে আইন অনুযায়ী তদন্তকার্য পরিচালনার জন্য কমিশন বহির্ভূত কর্মকর্তা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নিকটস্থ জেলা কার্যালয়ে এবং কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কমিশন বরাবরে প্রেরণ করবে। অত্র মোকদ্দমায় দক্ষিণখান থানার এস.আই. হারুন অর রশিদ প্রথমে এই মামলার তদন্ত করেন। পরে দক্ষিণ খান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আক্তার হোসেন তদন্ত করেন। পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন কমিশনের স্মারক নং সি /১৫১/২০০৮(অনু ও তদন্ত -১) ঢাকা /৯৩০৩ তাং ১৬/৬/০৮ ইং মূলে মামলাটির তদন্তভার মোঃ জাহিদ হোসেন, সহকারী পরিচালক, দূর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার উপর দেওয়া হলে তিনি বিগত ইংরেজী ২৭/৬/০৮ তারিখে মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন। দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি- ১০ মোতাবেক ৪৫ কার্য দিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করে তফসিলের ফর্ম ৪ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট তদন্ত প্রতিদেবন দাখিল করবেন। কিন্তু বর্তমান মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রচলিত আইনের বিধি লংঘন করে দীর্ঘ ২ বছর পরে বিগত ইংরেজী ৮.৫.২০০৯ তারিখে তফসিলে প্রদত্ত ফরম ৪ ছাড়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। শেখ নাজমুল আলম বিজ্ঞ বিশেষ জজ, (জেলা ও দায়রা জজ) বিশেষ জজ আদালত নং- ৪, ঢাকা বিশেষ মামলা নং ২৩/২০০৯ (দক্ষিণখান থানার মামলা নং ১৩(৬)০৭ তারিখ ১৫.০৬.২০০৭, জি,আর নং ১৬৭/০৭ হতে উদ্ভুত) শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১১.১০.২০২০ তারিখের রায় ও আদেশ মূলে মোঃ কামরুল সরকার এবং (২) মোঃ আঃ রহিম এর বিরুদ্ধে ধারা ১৬১ দন্ডবিধি এবং ধারা ৫(২) দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত পেয়ে তাদেরকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে প্রত্যেককে ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২৫,০০০/-(পচিশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩(তিন) মাসের কারাদন্ড প্রদানের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং আইনানুগ হয়নি।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সার্বিক পর্যালোচনায় প্রসিকিউশন পক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান সরকার এবং মোঃ এ. রহিম এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ধারা ১৬১ এবং **The Prevention of Corruption Act, 1947** এর ধারা ৫(২) এর অপরাধ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় উভয়ে উপরিল্লিখিত ধারার অভিযোগ হতে অব্যাহতি পেতে হকদার। আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য। *দুর্নীতি দমন কমিশন শত শত হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি বিরুদ্ধে শ্রম, মেধা ও অর্থ ব্যায় না করে পাঁচহাজার/দশহাজার টাকার অতি নগণ্য সাধারণ দুর্নীতির পিছনে জনগনের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছে প্রতীয়মান।* *পাঁচ হাজার টাকার দুর্নীতির মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন ৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে মর্মে জানা যায়। জনগণের কষ্টের টাকার এমন অপব্যবহার কতটুকু সমীচীন?* **WARRANT OF PRECEDENCE (Revised up to July, 2020)** এর আওতাভূক্ত ব্যক্তিগণ যদি দুর্নীতিমুক্ত হন তাহলে বাংলাদেশে কোন ব্যক্তির পক্ষে দূর্নীতি করা সম্ভব নয়। সুতরাং বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে **WARRANT OF PRECEDENCE (Revised up to July, 2020)** এর আওতাভুক্ত ব্যক্তিগণকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। **WARRANT OF PRECEDENCE (Revised up to July, 2020)** এর আওতাভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি দুর্নীতি মুক্ত হলে বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতি মুক্ত দেশ হতে বাধ্য। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় **Warrant of Presidence, 1986**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

(Revised up to July, 2020) নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

WARRANT OF PRECEDENCE, 1986

(Revised up to July, 2020)

Cabinet Division

[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 20th September, 1986.]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

PRESIDENT'S SECRETARIAT

Cabinet Division

NOTIFICATION

Dhaka, September 11, 1986

(With amendments up to July, 2020)

No. CD- 10/1/85-Rules/361.- In Supersession of all previous notification on the Warrant of Precedence, the President is pleased to direct that the following table be henceforth observed with respect to the precedence of persons hereinafter named, namely:-

1. *President of the Republic*

[2. *Prime Minister of the Republic*

3. *Speaker of the Parliament]*

[4. *Chief Justice of Bangladesh Former Presidents of the Republic*

5. *Cabinet Ministers of the Republic Chief Whip*

Deputy Speaker of the Parliament Leader of the Opposition in Parliament

6. *Persons holding appointments accorded status of a Minister without being members of the Cabinet.*

7. *Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary and High Commissioners of Commonwealth countries accredited to Bangladesh.*

8. *Chief Election Commissioner.*

Deputy Chairman of the Planning Commission.

Deputy leader of the Opposition in Parliament.

Judges of the Supreme Court (Appellate Division)

Ministers of State of the Republic Whip.

9. *Election Commissioners.*

Judges of the Supreme Court (High Court Division)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		[Persons holding appointments accorded status of a Minister of State.] 10. *Deputy Ministers of the Republic.* 11. *Envoys Extraordinary and Ministers Plenipotentiary accredited to Bangladesh.* *[Persons holding appointments accorded status of a Deputy Minister.]* 12. *Cabinet Secretary* *Chiefs of Staff of the Army, Navy and Air Force.* *Principal Secretary to the Government.* 13. *Members of the Parliament.* 14. *Visiting Ambassadors and High Commissioners not accredited to Bangladesh.* 15. *Attorney-General* *Comptroller and Auditor-General* *Ombudsman.* *[Governor, Bangladesh Bank.]* 16. *Chairman, Public Service Commission.* *Chairman, University Grants commission.* *Inspector General of Police.* *Members, Planning Commission.* *Officers of the rank of Major General in the army and equivalent in the Navy and the Air force.* *Secretaries to the Government including Secretary to the Parliament.* 17. *Charge-d' affaires apied of Foreign Countries.* *Director General of the National Security Intelligence.* *Full-time Members, University Grants Commission.* *National Professors.* *Officers holding the status of Secretaries to the Government.* *Vice-chancellors of Universities.* 18. *Mayors of Civic Corporation within the jurisdiction of their respective Corporations.* 19. *Additional Attorney-General.* *Additional Secretaries to the Government.* *Chairman, Atomic Energy Commission.* *Chairman, Board of Land Administration.* *Chairman, Bangladesh Agricultural Development Corporation.* *Chairman, Bangladesh Chemical Industries Corporation.*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Chairman, Bangladesh Jute Mills Corporation. *Chairman, Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation.* *Chairman, Bangladesh Power Development Board.* *Chairman, Bangladesh Steel and Engineering Corporation.* *Chairman, Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation.* *Chairman, Bangladesh Textile Mills Corporation.* *Chairman, Bangladesh Water Development Board.* *Chairman, Tarrif Commission.* *Charged-d' affaires ad-interim of Foreign Countries.* *Director-General of Anti-Corruption.* *Executive Vice-Chairman, Bangladesh Agricultural Research Council.* *Managing Director, Bangladesh Krishi Bank.* *Managing Director, Sonali Bank.* *Professors of Universities in Selection Grade.* *Visiting Ambassadors and High Commissioners of Bangladesh.* *20. Chairman, Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research.* *Chairman Tea Board.* *Chairman T&T Board.* *Chief Architect to the Government.* *Chief Conservator of Forests.* *Chief Engineer, Roads and Highways Department.* *Chief Engineer, Public Works Department.* *[Executive Chairman, Bangladesh Export Processing Zone Authority.]* *Director- General, Department of Agriculture Extension.* *Director of Fisheries.* *Director- General of Health Services.* *Director of Livestock Services.* *Director General of Primary Education.* *Director General Secondary and Higher Secondary Education.* *Director General of Technical Education.* *Division Chief, Planning commission.* *Managing Director Bangladesh Biman.* *Managing Director, of other Nationalised Commercial Banks.* *Members of the National Board of Revenue.* *Members, Public Service Commission.* *Officers of the status of Additional Secretary to the Government.*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Registrar of Supreme Court.
		Vice-chairman, Export Promotion Bureau.
		21. Additional Inspector-General of Police.
		Chairman, Bangladesh Inland Water Transport Authority.
		Chairman, Bangladesh Inland Water Transport Corporation.
		Chairman, Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation.
		Chairman of the Civil Aviation Authority.
		Chairman, Dhaka Improvement Trust.
		Chairman, National Broadcasting Authority.
		Chairman, Petroleum Corporation.
		Chairman, Port Authority.
		Chairman, Rural Electrification Board.
		Chairman, Trading Corporation of Bangladesh.
		Chairman, Water And Sewerage Authority.
		Chairman, Bangladesh Hand Loom Board.
		Chairman, Bangladesh Sericulture Board.
		Chairman, Bangladesh Jute corporation.
		Chairman, Bangladesh Forest Industries Development Corporation.
		Chairman, Bangladesh Fisheries Development Corporation.
		Chairman, Bangladesh Tourism Corporation.
		Chairman, Bangladesh Road Transport Corporation.
		Chief Controller of Imports and Exports.
		Chief Engineer, Housing and Settlement Department.
		Chief Engineer of Public Health Engineering Department.
		Commissioners of Divisions within their respective charges.
		Director, Bangladesh Chemical Industries Corporation (if full-time member of the Board of Directors).
		Director, Bangladesh Jute Mills Corporation (if full-time member of the Board of Directors).
		Director, Bangladesh Steel & Engineering Corporation (if full-time member of the Board of Directors).
		Director, Bangladesh Sugar and food Industries Corporation (if full-time member of the Board of Directors).
		Director, Bangladesh Textile Mills Corporation (if full-time member of the Board of Directors).
		Director General of Ansars & VDP.
		Director General of Bangladesh Rural Development Board.
		Director General Department of Immigration and Passport.

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Director General of Export Promotion Bureau. *Director General Fire Services and Civil Defence.* *Director General of Food.* *Director General of Geological Survey.* *Director General of Industries.* *Director General of Land Record and Surveys.* *Director General of Post Offices.* *Director General of Population Control.* *Director General of Relief and Rehabilitation.* *Director General Shipping.* *General Managing of Bangladesh Railway.* *Joint Secretaries to the Government.* *Managing Director, Bangladesh Shipping Corporation.* *Managing Director of the Financial Institutions.* *Managing Director, Jiban Bima Corporation.* *Managing Director, Sadharan Bima Corporation.* *[Managing Director, Bangladesh Film Development Corporation]* *Member, Atomic Energy Commission (if full-time member of the Board of Directors).* *Member, Bangladesh Agricultural Development Corporation (if full-time member of the Board of Directors).* *Member, Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation (if full-time member of the Board of Directors).* *Member, Bangladesh Power Development Board (if full-time member of the Board of Directors).* *Member, Bangladesh Water Development Board (if full-time member of the Board of Directors).* *Ministers and Deputy High Commissioners (of the rank of Ministers in Embassies, High Commissions and Missions located in Bangladesh).* *Officers of the rank of Brigadier in the Army and equivalent in the Navy and the Air Force* *Registrar, Co-operative Societies.* *Surveyor-General of Bangladesh.* *22. Additional Chief Architect.* *Additional Chief Engineers of Government Departments.* *Additional Director-General, Health Services.* *[Chairman, Chittagong Development Authority*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Chairman, Rajshahi Development Authority. *Chairman, Khulna Development Authority.]* *Collectors of Customs and Excise* *Commissioners of Divisions outside their respective charges.* *Commissioners of Taxes.* *Consuls General.* *Controller General of Accounts* *Controller General of Defence Finance.* *Counsellors of Embassies, High Commissions and Legations of Foreign and Commonwealth Government.* *Deputy Inspectors General of Police within their respective charges.* *Director of Agriculture Extension.* *Director of General, Bangladesh Agricultural Research Institute.* *Director General, Bangladesh Jute Research Institute.* *Director General, Bangladesh Rice Research Institute.* *Director General, Department of Social Services.* *Director General, National Institute of Mass Communication.* *Director General of Youth Development Department.* *Director, Military lands and Cantonment.* *[Director General, Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre.* *Director General, Bangladesh Standard and Testing Institute.]* *Inspector General of Prisons.* *Joint Chief, Planning Commission.* *Member, Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (if full-time member of the Board of Directors).* *[Member, Bangladesh export Processing Zone Authority (if full-time member of the Board of Directors)].* *Member, Tea Board (if full-time member of the Board of Directors).* *Officers of the rank of Full Colonel in the Army and equivalent in the Navy and the Air Force.* *Officers of the status of Joint Secretary to the Government.* *Principals of Medical and Engineering Colleges and Professors of Universities.* *23.* *Additional Commissioners (within their respective charges).* *[Director, Bangladesh Jute Corporation (if full-time member of the Board of Directors).*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Director, Bangladesh Forest industries Corporation (if full-time member of the Board of Directors). *Director, Bangladesh Fisheries Development Corporation (if full-time member of the Board of Directors).Director, Bangladesh Tourism Corporation (if full-time member of the Board of Directors).* *Director, Bangladesh Film Development Corporation (if full-time member of the Board of Directors).* *Director, Bangladesh Road Transport Corporation (if full-time member of the Board of Directors).* *Director of Education.* *Director, Petroleum Corporation (if full-time member of the Board of Directors).* *Director, Bangladesh Rural Development Board (if full-time member of the Board of Directors).* *Director, Trading Corporation of Bangladesh (if full-time member of the Board of Directors).* *Mayors of Civic Corporations outside their respective charges.* *Member, Bangladesh Inland Water Transport Authority (if full-time member of the Board of Directors).* *Member, Bangladesh Inland Water Transport Corporation (if full-time member of the Board of Directors).* *[Member, Bangladesh Handloom Board (if full-time member of the Board of Directors).* *Member, Bangladesh Sericulture Board (if full-time member of the Board of Directors)].* *Member, Civil Aviation Authority (if full-time member of the Board of Directors).* *Member, Port Authority (if full-time member of the Board of Directors).* *Member, Rural Electrification Board (if full-time member of the Board of Directors).* *Member, Bangladesh Shipping Corporation (if full-time member of the Board of Directors).* *Military, Naval and Air Attaches to Embassies and Legations and Military, Naval and Air Advisors to High Commissions.* *Professors of Medical and Engineering Colleges.* *24. Chairmen of District Councils (if elected) within their respective charges.*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Commandant, Marine Academy. *Deputy Commissioners within their respective charges.* *Deputy Inspectors General of Police outside their charges.* *[Director, Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre (if full-time member of the Board of Directors).* *Director, Bangladesh Standard and Testing Institute (if full-time member of the Board of Directors)].* *District and Sessions Judges within their respective charges.* *Officers of the rank if Lieutenant Colonel in the Army and equivalent in the Navy and the Air Force.* *25. Chairman (if elected) of class 1 Municipalities within their charges.* *Chairmen of Upazila Parishads within their respective charges.* *Civil Surgeons within their respective charges.* *Deputy Secretaries to the Government.* *Officers of the rank of Major in the Army and equivalent in the Navy and the Air Force.* *Superintendents of Police within their respective charges.* **অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলদ্বয় মঞ্জুর করা হলো।** জনাব শেখ নাজমুল আলম, বিজ্ঞ বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ) বিশেষ জজ আদালত নং- ৪, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং- ২৩/০৯ (দক্ষিণখান থানার মামলা নং- ১৩, তারিখ ১৫.০৬.২০০৭, এ,সি,সি, জি. আর. মামলা নং- ৫৪/২০০৭ ধারা- ১৬১ দন্ডবিধি এবং ধারা ৫(২) দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ হতে উদ্ভুত)-এ অত্র আপীলকারী মোঃ কামরুজ্জামান সরকার ও মোঃ আঃ রহিমদ্বয়কে দন্ডবিধির ১৬১ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে উভয়কে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় ০৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৩ (তিন) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করার বিগত ইংরেজী ১১.১০.২০২০ রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্ দ্বারা বাতিল করা হলো। আসামী-আপীলকারীদ্বয়কে উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান পূর্বক বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো এবং তাদের জামিনদারদেরকে জামিননামার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান জাতীয়

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সংসদ-কে নিম্নলিখিত পরামর্শ প্রদান করা হলো ঃ-
		১. দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য একটি স্বতন্ত্র ক্যাডার সার্ভিস গঠন করা। যে প্রক্রিয়ায় এবং যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ প্রদান করা হয় সেরূপ প্রক্রিয়ায় এবং সে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুদকের কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা।
		২. দুদকের অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও পৃথক, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন নিয়োগ বোর্ড গঠন করা।
		৩. দুদকের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার পর কমিশনে যোগদান করার সময় তাদের সম্পদের বিবরণ দাখিল করা এবং প্রতি বছর বাধ্যতামুলকভাবে সম্পত্তির হিসাব জনসমক্ষে/দুর্নীতি দমন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
		৪. বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের মধ্যে থেকে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের মধ্যে থেকে দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্য নির্বাচন করা।
		৫. সৎ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীগণের সমন্বয়ে উচ্চ আদালত ও অধঃস্ড়্গ আদালতের জন্য পৃথক প্রসিকিউশন প্যানেল গঠন করা এবং প্রতি ০৩ (তিন) বছর পর পর উক্ত প্যানেল পুনর্গঠন করা। উক্ত প্রসিকিউশন প্যানেলে আইনজীবী মনোনয়নের জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বোর্ড গঠন করা। প্রসিকিউশন প্যানেলে অন্তর্ভূক্ত আইনজীবীদের জন্য যুগপযোগী সম্মানী ও অন্যান্য লজিস্টিক সার্পোটের ব্যবস্থা করা।
		৬. কোন ব্যক্তি হতে গৃহীত দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ড় কমিশন কর্তৃক উহা অনুসন্ধান/তদন্তের জন্য গ্রহণ করা হলে অভিযোগকারীকে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুসন্ধানের ফলাফল এবং অনুসন্ধান শেষে মামলা দায়েরের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মামলার এজাহারের কপি সহ অভিযোগকারীকে অবহিত করা।
		৭. কোন ব্যক্তি হতে দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ করা না হলে কিংবা অনুসন্ধানে উহার সত্যতা পাওয়া না গেলে কিংবা তদন্ত করে সত্যতা না পেলে কিংবা কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধানের/মামলা দায়েরের/তদন্তের অনুমোদন প্রদান করা না হলে উহার কারণ উলেণ্টখ করে প্রতিটি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অভিযোগকারীকে অবহিত করা।
		৮. কোন ব্যক্তি দুর্নীতি দমন কমিশনে বা উহার কোন স্থানীয় কার্যালয়ে দুর্নীতির অভিযোগ প্রদান করলে সে কার্যালয় ঐ অভিযোগ গ্রহণের কোন স্বীকৃতিপত্র বা রসিদপত্র প্রদান না করলে কিংবা সে অভিযোগ গ্রহণ করা না হলে কিংবা অনুসন্ধান

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করে অভিযোগকারীকে ফলাফল অবগত করা না হলে কিংবা অনুসন্ধানের ফলাফলে তিনি সংক্ষুব্ধ হলে অভিযোগকারী কর্তৃক এতদ্‌বিষয়ে হলফনামাসহ কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগটি অপরাধ সংঘটনে সংশ্লিষ্ট জেলার সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে দায়ের করা।
		৯. দুর্নীতি দমন কমিশনে কর্মরত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশনের নিকট বা উহার স্থানীয় কার্যালয়ে আনয়ন করা হলে কমিশন উহা অনুসন্ধান করে সত্যতা না পেলে কিংবা সত্যতা পেয়েও কমিশন তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমোদন প্রদান না করলে কিংবা কমিশনের সিদ্ধান্তে অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হলে অভিযোগকারী পূর্ব বর্ণিত বিধি মোতাবেক অবহিত হওয়ার পর বা তাকে আদৌ অবহিত করা না হলে অভিযোগ দাখিলের পরবর্তী ১৮০ (একশত আশি) দিন পর ঐ অভিযোগকারী সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি দমন কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট জেলার সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক তদন্ত ব্যতিত উক্ত অভিযোগ সরাসরি আমলে গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে এরূপ তদন্তের দায়িত্ব কোন অবস্থাতেই দুর্নীতি দমন কমিশন কিংবা উহার কোন কর্মকর্তাকে প্রদান করা যাবে না। এরূপ তদন্তের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী মামলার তদন্তের বিদ্যমান আইনের সকল ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করবেন।
		১০. দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষ জজ নিয়োগ প্রদান করা। বিশেষত প্রত্যেক জেলায় মামলার সংখ্যার অনুপাতে এক বা একাধিক বিশেষ জজ নিয়োগ দেয়া এবং উক্ত আদালত ও বিচারকের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এবং লজিস্টিক সার্পোট নিশ্চিত করা। বিশেষ জজ আদালতকে পুনর্গঠন করে উহাকে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তিতে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনালে রূপান্তর করে "দুর্নীতি দমন ট্রাইব্যুনাল" নামকরণ করা।
		১১. দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য নির্ধারিত পদসমূহে কমিশনের বাহিরের কোন কর্মকর্তাকে পদায়ন না করা।
		১২. দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ, মামলা, তদন্ত, অনুসন্ধানের বিষয় ও ফলাফল মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক পর্যায়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করা। তাছাড়া দুর্নীতিবাজ কোন ব্যক্তির দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের ফলাফল কিংবা তার সম্পত্তির তালিকা বাধ্যতামূলকভাবে কমিশন কর্তৃক জনগণকে অবহিত করা।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

এক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের ওয়েবসাইটে ধারাবাহিকভাবে এ সকল তথ্য প্রকাশ করা।

১৩. যে কোন তথ্যের জন্য কোন ব্যক্তি দুর্নীতি দমন কমিশনে বিধি মোতাবেক দরখাস্ত আনয়ন করলে তাকে দরখাস্ত প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ফলাফল অবহিত করা। সেক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মনযোগী হওয়া।

১৪. দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৭ (ক) ধারার আওতা ও পরিধি বৃদ্ধি করা এবং "ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স ১৯৮৬ (জুলাই, ২০২০ পর্যন্ড় সংশোধিত)-এ বর্ণিত ১ থেকে ২৫ নং টেবিলে বর্ণিত (সাংবিধানিক দায়মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতিত) ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তফসিল বর্ণিত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা"- সংক্রান্ত বিধান সংযুক্ত করা।

১৫. দুর্নীতি বিষয়ক প্রতিটি অনুসন্ধান এবং তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করা।

১৬. উপরে বর্ণিত দফাসমূহ বাস্তবায়ন/কার্যকরী করার জন্য The Code of Criminal Procedure, 1898; দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪; দুর্নীতি কমিশন বিধিমালা, ২০০৭; Criminal Law Amendment Act, 1958; Prevention of Corruption Act, 1947; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯; অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা।

মহান জাতীয় সংসদ উপরিল্লিখিত পরামর্শসমূহ গুরুত্ব সহকারে আমলে নিয়ে দ্রুত কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাংলাদেশ আগামী ১০ (দশ) বছরের মধ্যে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবে।

অবগতি ও পর্যালোচনার জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে ই-মেইলে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অবগতি ও পর্যালোচনার জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি মহান জাতীয় সংসদের সকল মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অবগতি ও পর্যালোচনার জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধস্তন আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হ-লা। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।